কুরস্কে ইউক্রেনের সেনা, জরুরি অবস্থা জারি: রাশিয়া

সারে-জমিন

সৌজন্যতাবোধে কোনও দ্বিধা ছিল না বুদ্ধদেবের

রূপসী বাংলা

চলে গেলেন কমিউনিস্ট পার্টির শেষ দার্শনিক নেতা

সম্পাদকীয়

এমএসসির ফল প্রকাশের আগেই মৃত্যু উত্তীর্ণ প্রার্থীর

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
৯ আগস্ট, ২০২৪
২৪ শ্রাবণ ১৪৩১
৩ সফর, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

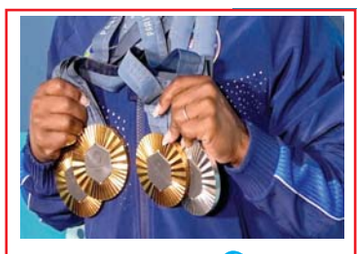

এবার প্যারিস অলিম্পিকেও চলছে চিন-যুক্তরাষ্ট্র টক্কর

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 215 ■ Daily APONZONE ■ 9 August 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

চিরনিদ্রায় বুদ্ধদেব

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বৃহস্পতিবার নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সকাল ৮টা ২০ মিনিটে পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতেই বুদ্ধদেবের মৃত্যু হয়েছে বলে জানান তার কন্যা সুচেতন ভট্টাচার্য। তার পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। বাড়িতেই চিকিৎসা চলছিল। গত তিনদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা। বুদ্ধদেববাবুর স্ত্রী মীরাদেবী জানান, বুধবার থেকে তিনি শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। এরপর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। সকালে সেই অবস্থায় প্রাতঃরাশও করেন। কিন্তু তারপর তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। আগে থেকেই ফুসফুসের সংক্রমণ ছিল। শারীরিক অসুস্থতার কারণে একাধিকবার তাকে ভর্তি করা হয়েছিল হাসপাতালে। শেষবার ২০২৩ সালের ২৯ জুলাই, শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেসময় ১২ দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর বিপদমুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। তারপর থেকে বাড়িতেই প্রায় গৃহবন্দি ছিলেন তিনি। চিকিৎসা চলছিল বাড়িতেই। অবশেষে বৃহস্পতিবার তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা বলে চিকিসকরা জানিয়েছেন। মৃত্যু কালে স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য ও মেয়ে সুচেতন ভট্টাচার্য রেখে যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে রাজ্যজুড়ে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর ইচ্ছা অনুযায়ী তার মরণোত্তর দেহ নীলরতন সরকার হাসপাতালকে দান করা হবে। তাকে গান স্যালুট দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার পূর্ণ দিবস ছুটিও ঘোষণা করেছেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আকস্মিক প্রয়াণে আমি মর্মাহত। বিগত কয়েক দশক ধরেই আমি তাঁকে চিনতাম এবং গত কয়েক বছরে তিনি যখন অসুস্থ ছিলেন তখন আমি কয়েকবার তাঁকে বাড়িতে দেখতে গেছি। এই মুহূর্তে আমি খুব দু:খিত বোধ করছি। এই শোকের সময়ে মীরাদি এবং সুচেতনের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আমি সিপিআই(এম) দলের সকল সদস্য-সদস্যা, সমর্থক এবং তাঁর সমস্ত অনুগামীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।'

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণেরর খবর পেয়ে পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়ি গিয়ে শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, প্রবীণ সিপিআইএম নেতা বিমান বসু। দিল্লিতে সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর এ.কে. গোপালন ভবনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সিপিআইএম পলিটব্যুরো সদস্য প্রকাশ কারাত, বৃন্দা কারাত, এম এ বেবি।

বুদ্ধদেব ভট্টচার্যের জন্ম ১৯৪৪ সালে। পিতা নেপাল ভট্টাচার্য, মা লীলা ভট্টাচার্য। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন তার কাকা। উত্তর কলকাতার শৈলেন্দ্র সরকার ইনস্টিটিউশনে স্কুলের পাঠ শেষ করেন। ১৯৬৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হন বাংলায়। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তখনই প্রথমে ছাত্ররাজনীতি এবং তারপরে যুব আন্দোলনে তিনি অংশ নেন। এরাজ্যে ডিওয়াইএফ'এর প্রথম রাজ্য সম্পাদক ছিলেন তিনি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সিপিআই(এম)'র সদস্য পদ লাভ করেন ১৯৬৬ সালে। পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হওয়ার আগে দমদম আদর্শ বিদ্যামন্দিরে বছর দুয়েক শিক্ষকতা করেছিলেন। ১৯৬৮ সালে তিনি গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সম্পাদক নির্বাচিত হন। সিপিআইএমের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন ১৯৭১ সালে। ১৯৭৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তিনি কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সিপিআইএমের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিধায়ক নির্বাচিত হন। সেই বছরই তিনি রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী হন। তার নেতৃত্বে রাজ্যে প্রগতিমুখী, জনগণ-সম্পৃক্ত সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের লক্ষণীয় বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য হয়েছেন ১৯৮১ সালে এবং ১৯৮৫ সালে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৭ সালে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিসভায় তিনি এর সঙ্গে পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরেরও দায়িত্ব পান। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে তিনি যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে চতুর্থ ও পঞ্চম বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। ১৯৯৬ সালে তিনি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) দপ্তরের দায়িত্বও পান। ২০০০ সালে তিনি পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্যও হন। জ্যোতি বসুর মন্ত্রিসভায় ২০০০ সালের জুলাই মাসে উপমুখ্যমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। স্বাস্থ্যের কারণে তিনি ২০১৫ সালে পলিট ব্যুরোর সদস্যপদ থেকে অব্যহতি নেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে তিনি সাম্মানিক সদস্য ছিলেন। ২০১৮ সালে দলের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী থেকেও অব্যাহতি নিয়ে রাজ্য কমিটিতে সাম্মানিক সদস্য হয়েছিলেন। ২০০০ সালের ৬ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এরপর ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনি পুনরায় নির্বাচিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার নেন। ২০০৬ সালেও এই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের পরাজয় হওয়া পর্যন্ত তিনিই মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

প্রথম নজর

উত্তরপ্রদেশের ইন্টার কলেজে হিজাব পরায় তিন ছাত্রী বহিষ্কৃত

আপনজন ডেস্ক: কর্নাটক মহরাষ্ট্রের পর এবার হিজাব বিতর্ক উত্তরপ্রদেশে। সম্প্রতিমুম্বইয়ের একটি কলেজ ক্যাম্পাসে হিজাব, বোরখা ও নকাব পরা নিষিদ্ধ করার যে রায় বহাল রেখেছিল, বম্বে হাইকোর্টের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে। তার শুনানি হবে আজ শুক্রবার। সেই চর্চার মধ্যেই হিজাব বিতর্ক দানা বাধল উত্তরপ্রদেশের বালহোর ইন্টার কলেজে।

অভিযোগ, দ্বাদশ শ্রেণির তিনজন ছাত্র হিজাব পরে যখন ইন্টার কলেজে পৌঁছায়, তখন এক মহিলা শিক্ষিকা তাদের স্পষ্ট ভাষায় বলে যে তারা হিজাব পরে কলেজে আসতে পারবে না। ছাত্রীদের অভিযোগ, ওই শিক্ষক তাদের মাদ্রাসায় গিয়ে পড়তে বলেন। শিক্ষকের এমন আচরণের পর শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়। এরপর বিষয়টি অধ্যক্ষের কাছে পৌঁছায়। তিনি ছাত্রীদের ড্রেস কোড অনুসরণ করতে বলেন, পরে শিক্ষকের কটূক্তিতে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা তা প্রত্যাখ্যান করে। বিষয়টি বাড়তে দেখে শিক্ষার্থীদের পরিবারকে ডেকে পাঠান অধ্যক্ষ। পরিবারের অভিযোগ, চিঠিতে স্বাক্ষর করিয়ে ওই তিন ছাত্রকে কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হয়। বিষয়টি ৫ দিন পুরনো হলেও বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে আসে। স্থানীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, শনিবার ইন্দিরা নগর মহল্লার দ্বাদশ শ্রেণির তিন ছাত্র বালহোর ইন্টার কলেজে পৌঁছায়। এ নিয়ে শ্রেণী শিক্ষক শিক্ষার্থীদের হিজাব খুলে কলেজের পোশাক পরতে বলেন। অন্যদিকে ছাত্রীদের অভিযোগ, ওই শিক্ষিকা তার হিজাব নিয়ে ব্যঙ্গ করে তাকে মাদ্রাসায় গিয়ে পড়ার পরামর্শ দেন। এ কারণে শিক্ষকের ওপর ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ শুরু করে। পরে বিষয়টি অধ্যক্ষের কাছে পৌঁছায়। অধ্যক্ষ সুরজিত যাদব বলেছেন, তিনি ছাত্রীদের স্কুল ড্রেসে স্কুলে আসতে বলেছিলেন, এতে তারা ক্ষিপ্ত ছিল। অধ্যক্ষের মতে, স্কুলের নিয়ম না মানার কথা বলে ছাত্রীরা বাড়িতে যাওয়ার জন্য জোর দিয়েছিল। যার কারণে তাদের হিজাব পরে স্কুলে আসতে নিষেধ করা হয় এবং শ্রেণী শিক্ষককে তিন শিক্ষার্থীর নাম স্কুলের রেজিস্ট্রার থেকে মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। কলেজের ম্যানেজার প্রভাকর শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, তিনি মহিলা কম্পিউটার শিক্ষিকা জ্যোতিকে বুঝিয়েছিলেন এবং তিনি তার ভুল স্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে অধ্যক্ষের কাছ থেকে সম্পূর্ণ তথ্য নেওয়া হবে। সেখানে অধ্যক্ষ বলেন, তিনি তিন ছাত্রী ও তাদের পরিবারকে বুঝিয়েছেন যে তারা স্কুলের গেটের বাইরে হিজাব পরতে পারবেন। কিন্তু গেটের ভেতরে স্কুলের পোশাক পরে আসা বাধ্যতামূলক।

উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রের চেম্বুর ট্রম্বে এডুকেশন সোসাইটির এন জি আচার্য এবং ডি কে মারাঠে কলেজের হিজাবের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর নবতম সংযোজন হল উত্তরপ্রদেশের বালহোর ইন্টার কলেজ।

প্যারিস অলিম্পিকে হকিতেও ভারতের ব্রোঞ্চ উপহার

আপনজন ডেস্ক: প্যারিস অলিম্পিককে যদি পিআর শ্রীজেশের শেষ নাচ বলে মনে করা হয়, তবে তা স্মরণীয় করে রাখলেন তিনি।। হরমনপ্রীত সিং অ্যান্ড কোং স্পেনকে ২-১ ব্যবধানে বিধ্বস্ত করে। দীর্ঘ ৫২ বছর পর টোকিওর ও প্যারিস অলিম্পিক দুটিতে পরপর ব্রোঞ্জ জয় করল ভারতীয় হকি দল। অন্তত দুই প্রজন্মের ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে যারা ১৯৮০ সালের অলিম্পিকের পর থেকে অতীত গৌরবের গল্প নিয়ে জন্মেছেন, তাদের কাছে অবশেষে এটি মুক্তির সময় বলে মনে হচ্ছে। টুর্নামেন্টের শুরুতেই হরমনপ্রীত ঘোষণা করেছিলেন যে তারা ভারতের জন্য নবম অলিম্পিক স্বর্ণপদক অর্জন করতে প্যারিসে যাচ্ছেন। সবচেয়ে সেরা মুহূর্তটি সম্ভবত এসেছিল যখন হরমনপ্রীত ব্রোঞ্জের পরে শ্রীজেশকে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, তারপরে কেরালার শ্রীজেশ ঝাঁপিয়ে পড়ে বারের উপর। এটাই চার চিরাচরিত প্রথা। টোকিওতে ভারতের ব্রোঞ্জ পদকজয়ী দলের অধিনায়ক মনপ্রীত সিং চোখের পলক না ফেলেই বলেন, দল এই জয় শ্রীজেশকে উৎসর্গ করতে চান। ঘটনাচক্রে, দুই খেলোয়াড়ই তাদের চতুর্থ অলিম্পিকে অংশ নিয়েছেন। গেমসে স্পেনের বিরুদ্ধে ৭-৩ ব্যবধানে হেড টু হেড রেকর্ড নিয়ে ভারত ম্যাচে নেমেছিল, তবে এই জাতীয় উচ্চ চাপের ম্যাচে এই জাতীয় পরিসংখ্যান খুব কমই গণনা করা হয়। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে একের পোর এক আক্রমণ তুলে আনে ভারতীয় দল। গোল পেতে তাই খুব বেশি সমস্যা হয়নি তাদের। পেনাল্টি কর্নার থেকে সমতা ফেরায় তারা। সেই গোলটাও আসে ভারতের ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত সিং-এর স্টিক থেকে। তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই ভারতকে ২-১ এগিয়ে দিলেন হরমনপ্রীত। ভারত পেনাল্টি কর্নার পায়, যা গোলে রূপান্তর করতে কোনও ভুল করেননি অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং। এই ম্যাচের ৩৩তম মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি। এই নিয়ে প্যারিস অলিম্পিক্সে হরমনপ্রীত এখনও পর্যন্ত ১১টি গোল করে ফেলেছেন। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ১১ মিনিট বাকি থাকতে স্প্যানিশ অধিনায়ক মার্ক মিরালেস গোলের খাতা খোলেন। হাফটাইমের কয়েক সেকেন্ড আগে সমতাসূচক গোলটি করেন হরমনপ্রীত। তৃতীয় কোয়ার্টারে একটি উত্তেজনাপূর্ণ ব্রেস দিয়ে তার সংখ্যা দ্বিগুণ করেছিলেন। এরপরে অভিজ্ঞ শ্রীজেশ শেষ কোয়ার্টারে একটি দুর্দান্ত সেভ করে স্পেনের বিরুদ্ধে ভারতের ২-১ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে।

'ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল' পাঠানো হল যৌথ সংসদীয় কমিটিতে

ওয়াইসির সঙ্গে গলা মিলিয়ে তৃণমূল সহ ইন্ডিয়া জোটের সাংসদদের বিরোধিতা ওয়াকফ বিলের

আপনজন ডেস্ক: ইন্ডিয়া জোটের বিরোধিতার মুখে পড়ে বৃহস্পতিবার লোকসভায় পেশ করা ওয়াকফ বোর্ড বিলটি একটি যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হল।

কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বিলটি যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানোর সময় বলেন, আইনটি কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে বৈষম্য করে না এবং তাঁর সরকার "কোথাও চলছে না" এবং বিলটি আরও পরামর্শের জন্য প্রেরণ করবে। ওয়াকফ অ্যাক্ট, ৯৫-এর পরিবর্তে বিলটি এখন ইউনাইটেড ওয়াকফ অ্যাক্ট ম্যানেজমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ইউএমইইডি) অ্যাক্ট, ১৯৯৫ নামে পরিচিত হবে।

কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাগাম এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতার মুখে পড়া এই বিলটি তেলুগু দেশম পার্টি, শিবসেনা (একনাথ গোষ্ঠী) এবং জনতা দল ইউনাইটেড সহ এনডিএ শরিকরা বিলের সমর্থন করেছে। লোক জনশক্তি পার্টি অবশ্য আরও পরামর্শের জন্য আইনটি পাঠানোর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে।

আলাপ্পুঝা (কেরালা) থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সাংসদ কে সি বেণুগোপাল বলেন, এই বিলটি "সংবিধানের উপর আক্রমণ", কারণ এটি ভারতীয় সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদ (বিবেকের স্বাধীনতা এবং মুক্ত পেশা, অনুশীলন এবং ধর্ম প্রচার) এবং ২৬ (ধর্মীয় বিষয় পরিচালনার স্বাধীনতা) এর অধীনে সুরক্ষিত দেশের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোকে ধ্বংস করেছে।

ওয়াকফ কাউন্সিল এবং আওকাফ বোর্ডে অমুসলিম সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি সংশোধনীর মাধ্যমে করা হয়েছে। অথচ, ২৬ নং অনুচ্ছেদে প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ধর্মের ক্ষেত্রে নিজস্ব বিষয়াদি পরিচালনার সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

বেণুগোপাল বলেন, অমুসলিমরা ওয়াকফ কাউন্সিলের অংশ হতে পারে, এই বিধান সরাসরি ধর্মীয় স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের উপর আক্রমণ।

তিনি আরও বলেন, ওয়াকফ সম্পত্তির জন্য বিধি নির্ধারণ বা বিধি তৈরির কোনও ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। এটি রাজ্য সরকারগুলির আইনসভার এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে।

অমুসলিম সদস্যদের অন্তর্ভুক্তির এই উদ্বেগটি থুথুকুধি (তামিলনাড়ু) থেকে কানিমোঝি করুণানিধিও উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, এটি সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন করে যা সংখ্যালঘুদের তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষমতা দেয়।

কেরলের মালাপ্পুরমের সাংসদ ইটি মহম্মদ বশিরও ৩০ নম্বর ধারা লঙ্ঘনের কথা উত্থাপন করেন।

তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেরলের আরএসপি সাংসদ এন কে প্রেমচন্দ্রন এবং মিম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি সহ বিরোধী সদস্যরা উল্লেখ করেন, ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনা

করা মুসলমানদের জন্য একটি প্রয়োজনীয় ধর্মীয় অনুশীলন। অতএব, এর যে কোনও লঙ্ঘন সংবিধানের ১৫(১) অনুচ্ছেদের অধীনে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য হিসাবে বিবেচিত হবে এবং ফলস্বরূপ ১৪ অনুচ্ছেদের অধীনে সাম্যের অধিকারের লঙ্ঘন হবে।

আসাদউদ্দিন ওয়াইসি ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪কে বৈষম্যমূলক, স্বেচ্ছাচারী এবং ভারতের সংবিধানের পরিপন্থী বলে অভিহিত করেন।

লোকসভায় ওয়াইসি বলেন, এই বিল সংবিধানের ১৪, ১৫ ও ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। এটা একই সঙ্গে বৈষম্যমূলক ও স্বেচ্ছাচারী। এটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর ওপর মারাত্মক আক্রমণ, কারণ এটি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতির পরিপন্থী।

অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম) সভাপতি আরও বলেন, ওয়াকফ ব্যবস্থাপনা মুসলমানদের একটি অপরিহার্য ধর্মীয় অনুশীলন। মুসলমানরা কীভাবে তাদের সম্পত্তি পরিচালনা করতে পারে তার উপর কঠোর বিধিনিষেধ রয়েছে। বিপরীতে, হিন্দুদের এনডাওমেন্ট বোর্ডগুলি শুধু তাদের জন্য ব্যবহার করার জন্য নির্দিষ্ট।

ওয়াইসি বলেন, একজন হিন্দু তার পুরো সম্পত্তি তার ছেলে বা মেয়েকে উপহার হিসেবে দিতে পারে, কিন্তু একজন মুসলিম আল্লাহর নামে তা দিতে পারে না।

"আপনি আমাকে নামাজ পড়তে বাধা দিচ্ছেন। আপনি ওয়াকফ আল আওলাদকে বিরত রাখছেন, যা শুধু বৈষম্যমূলকই নয়, ২৫ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘনও।

তিনি বলেন, ওয়াকফ সম্পত্তি সরকারি সম্পত্তি নয়। ওয়াকফ আল অউলাদকে সরিয়ে এই সরকার দরগাহ, মসজিদ এবং অন্যান্য ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করতে চায়। ওয়াইসি কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রী কিরেন রিজেজুর কাছে জানতে চান, এই বিল এনে তিনি দেশকে ঐক্যবদ্ধ করছেন না, বরং বিভক্ত করছেন। রিজেজু যে মুসলিমদের শত্রু, এই বিল তারই প্রমাণ বলে মন্তব্য করেন।

বারামতীর (মহারাষ্ট্র) সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে বলেছেন যে স্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ছাড়াই এই বিলটি পেশ করা হয়েছে। তিনি এই বিষয়টিও উত্থাপন করেছিলেন যে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তগুলি আপিলযোগ্য করা হয়েছে এবং সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয়তাকে কোণঠাসা করা হয়েছে কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এখন ওয়াকফ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধি তৈরি করতে পারে।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবীণ সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে, ওয়াকফ সংশোধনী বিল যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর পরিপন্থী।

সংবিধানের ১৪ ধারার উল্লংঘন।

সংবিধানের ২৫ ও ২৬ ধারায় যে ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে তা ভূলুণ্ঠিত এই ওয়াকফ সংশোধনী বিলে।

সমাজবাদী পার্টির সাংসদ মুহাম্মদ মহিবুল্লাহ বলেন, তালিনাড়ু ও কর্নাটকে হিন্দু দেবত্তোর সম্পত্তির ব্যাপারে মুসলিমদের স্থান নেই।চারধাম মন্দির, ওড়িশার বিভিন্ন মন্দির কিংবা শিখদের গুরুদ্বার পরিচালনায় কি মুসলিমদের নেওয়া হবে? তাহলে ওয়াকফ যেহেতু মুসলিমদের সম্পত্তি সেখানে অমুসরিমদের সংশ্লিষ্ট করা হবে কেন সেই প্রশ্ন তোলেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ মহিবুল্লাহ।

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

সহরারহাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা-সহ

সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

স্পেশালিস্ট ডাক্তার দ্বারা সমস্ত রোগের আউটডোর পরিষেবা

ইনডোর পরিষেবায় সমস্ত রকম অপারেশনের সুবিধা

সমস্ত ধরনের ল্যাব টেস্ট একই ছাদের তলায়

রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে কম খরচে ICCU পরিষেবা

চব্বিশ ঘণ্টা MD ডাক্তারের উপস্থিতি

মাত্র ৩৬০০ টাকায় সম্পূর্ণ শরীর চেকআপ

২৪ ঘণ্টা ইউএসজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ডায়ালিসিস, ডিজিটাল এক্স-রে ও সিটি স্ক্যান করার সুবিধা

ডিরেক্টর: ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত, MBBS, MD, Dip Card

✆ 91237 21642 / 89360 01515

প্রথম নজর

চরম সমস্যায় বসিরহাটের চারঘাটবাসী, রাস্তায় হাঁটুজল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট
আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের স্বরূপনগরের চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনেই মেন রাস্তার উপরে হাঁটু জল সমস্যায় পথ চলতি মানুষের থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ এবং স্কুল পরওয়ার। একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তার উপরে জমে যাচ্ছে জল সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে সেই সাথে সাথে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জল যন্ত্রণায় ভুগছেন এই নিয়ে চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বলেন আমরা প্রশাসনিক ভাবে সব রকম চেষ্টা করছি যাতে খুব দ্রুত সম্ভব এই জল যন্ত্রণা থেকে চারঘাট বাসিকে মুক্তি দেয়া যায় অন্যদিকে সরুপনগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বলেন আমরা খুব দ্রুত এই জল সমস্যা মিটাবো আশা করি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে দীর্ঘ কয়েক বছরের এই সমস্যা প্রতিবছরই সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার হন। বর্ষা আসলেই ব্লক প্রশাসন থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত প্রশাসন সবাই বলেন সমস্যার সমাধান করব বর্ষা চলে গেলেই যে কে সেই। আদৌ কি এই সমস্যার সমাধান হবে, সেই প্রশ্ন স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে।

ঝুঁকি নিয়ে নিত্য যাতায়াত দ্বারকেশ্বর নদীর উপর রেল ব্রিজ দিয়ে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া
আপনজন: রেল দপ্তরের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করেন বাঁকুড়া-২ ব্লক এলাকার দ্বারকেশ্বর নদীর ভাদুল- সূর্পানগর রেল ব্রীজ দিয়ে। কারণ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত না করলে ওপারের ওন্দা ব্লক এলাকার অন্তত তিরিশটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষকে ধলডাঙ্গা মোড় দিয়ে প্রায় ১২ কিলোমিটার ঘুরে বাঁকুড়া শহরে আসতে হবে। ফি বছর এই রেল ব্রীজে দূর্ঘটনা ঘটে। এখনো যেকোন সময় তা ঘটতে পারে- সে সব জেনে বুঝেও একমাত্র রুটি রুজির টানে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরের বাঁকুড়া শহরে এই রেল ব্রীজ দিয়েই যাতায়াত করতে ঐ এলাকার একটা বড় অংশের মানুষকে। ঐ তালিকা থেকে বাদ যাননি ওই এলাকার সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরাও।
স্থানীয়দের দাবি, কজওয়ে তৈরীর সময়ই আমরা স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলাম, কিন্তু পরে সেতু তৈরীর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। উদ্বোধনের আগেই জলের তোড়ে ভেঙ্গে যায় নবনির্মিত কজওয়ে। প্রথম কয়েক বছর বর্ষার পর সংস্কার হলেও গত বছর থেকে আর সেটাও হয়নি। ফলে জীবন জীবিকার স্বার্থে বর্ষার দিন গুলিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই রেল ব্রীজই একমাত্র ভরসা বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

অন্ধকারাচ্ছন্ন সুন্দরবন আলোকিত করেন বুদ্ধদেব: সুভাষ নস্কর

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের জ্বলন্ত দীপ শিখা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য'র বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। একদিকে তিনি ছিলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য'র ভাইপো। অপরদিকে তাঁর পরিচয় ছিল সাহিত্যিক,নাট্যকার এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি সহজেই মানুষের হৃদয় জয় করে নিতেন।আজ তিনি নেই!কিন্তু তাঁর সুকর্মের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন সুন্দরবন আজ আলোকিত।তাঁর চেষ্টায় সুন্দরবনের লাখো লাখো মানুষজন আজ সহজেই এক দ্বীপ থেকে অপর দ্বীপে যাতায়াত করতে পারছেন।চোখ মুছতে মুছতে এমন সব স্মৃতির কথা জানাচ্ছিলেন একদা বাম আমলের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সুন্দরবনের ভূমিপুত্র সুভাষ নস্কর।
তিনি আরো বলেন, প্রত্যন্ত সুন্দরবন। যাতায়াতের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন উন্নয়ণ নেই।সন্ধ্যা ঘনালেই অন্ধকারাচ্ছন।আলোকিত হয়ে উঠতো জোনাকি পোকার আলোয়, কখনও বা পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়। সুন্দরবনের সুখ দুঃখ বুঝেছিলেন বুদ্ধবাবু।২০০২ সালে ২ জানুয়ারী থেকে ৮ জানুয়ারী পর্যন্ত সুন্দরবনের বুকে সর্ব প্রথম 'বনবিবি' উৎসবের আয়োজন করেছিলেন তৎকালীন বাম আমলের মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী।২ জানুয়ারী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সুন্দরবনের গোসাবার রাঙাবেলিয়াতে 'বনবিবি' অনুষ্ঠানের সূচনা করতে কলকাতা থেকে কনভয়ে চেপে রওনা দিয়েছিলেন।সেই সময় বাসন্তী হাইওয়ের চুঁড়ি থেকে সোনাখালি বাজার পর্যন্ত প্রায় ২০ কিমি রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার স্কুল ছাত্রছাত্রী ও গ্রামবাসীরা বিদ্যুতের দাবীতে 'বিদ্যুৎ চাই' লেখা প্লাকার্ড হাতে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য'র দৃষ্টি আকর্ষণ করে।তিনি কনভয় থেকে নেমে তাদের কে আশ্বস্থ করে বলেছিলেন 'অপেক্ষা করুন,তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেবো।'
সেদিনের সেই কথা অনেকেই উপহাস্য করেছিলেন। তবে কথা রেখেছিলেন তিনি।২০০২ সালে ২ এপ্রিল বাসন্তীর সোনাখালিতে একটি অনুষ্ঠান বুদ্ধবাবু সুইচ টিপে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপে বিদ্যুতায়ন করেছিলেন।সেদিনের ঘটনা আজ প্রতিটি সুন্দরবনবাসীর হৃদয়ের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনের মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা সম্পূর্ণ উপলবিদ্ধ করেছিলেন।আর সেই কারণেই তাঁরই আমলে সুন্দরবনের অন্যান্য বিভিন্ন দ্বীপে দ্বীপে পৌঁছে গিয়েছিল বিদ্যুতের আলো।সেই থেকেই আলোকিত হয়ে উঠেছিল সুন্দরবন।পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনে লাখো লাখো মানুষ নদীতে কাদায় গদ মাড়িয়ে যাতায়াত করতো।সেই দৃশ্যও তিনি উপলবিদ্ধ করেছিলেন। সুন্দরবনের মানুষের যাতায়াতের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিংয়ের মাতলা নদীর উপর ৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে বিরাট সেতু তৈরী করেছিলেন।এমনকি সেই সেতু তিনি নিজে হাতেই ২০১১ সালের ৮ জানুয়ারী সুন্দরবন বাসীর উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য'র ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে সুন্দরবনবাসী আজ অনেকখানি এগিয়ে।২০০৯ সালের ২৫ মে আয়লায় বিপর্যস্ত হয়েছিল সুন্দরবন।সুন্দরবন মানুষের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছিলাম তাঁর কাছে। তিনি দরাজ হস্তে সামাল দিয়ে সুন্দরবন বাসীদের কে আশ্বস্থ করেছিলে।সুন্দরবনে প্রতিবছরই প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে।প্রাণহানী হয় বাসস্থান হারায় মানুষজন। সেই কথা মাথায় রেখে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সুন্দরবনের প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় 'আয়লা সেন্টার' করার কথা বলেছিলাম। যেখানে বিপর্যয়ের সময় মানুষ নিরাপদে থাকবে। তিনি সেটাও বাস্তবায়িত করেছিলেন। সুন্দরবন নিয়ে যতবার যত আবদার কিংবা আবেদন করছিলাম তিনি সমস্ত কিছুরই সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।তিনি আজ নেই!ভাবতে কষ্ট হচ্ছে!তবে তিনি সুন্দরবনের প্রায় পঞ্চাশ লাখ মানুষের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।'

জঞ্জালপূর্ণ পরিত্যক্ত বাড়িতেই চলছে কুলি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র

সাবের আলি ● বড়ঞা
আপনজন: আস্তাকুঁড়ে। বাইরে থেকে দেখলে বোঝার উপায় নেই যে সেটি একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। দূর থেকে দেখলে মনে হবে কোনও জঞ্জাল পূর্ণ পরিত্যক্ত বাড়ি, যদিও ভেতরে প্রবেশ করার পর এক অন্য চিত্র লক্ষ্য করা যাবে। এমনই বেহাল অবস্থা মুর্শিদাবাদের, বড়ঞা ব্লকের কুলি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের। কেন্দ্রের বেহাল অবস্থা সংবাদে আসতেই সংস্কার শুরু পঞ্চায়েতের। বৃহস্পতিবারের এই ঘটনা বড়ঞা ব্লকের কুলি উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের। এদিন সেখানে নোংরা আবর্জনা সরিয়ে বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছনোর রাস্তা করা হল। নোংরা জমা জলও বের করে ফেলা হল। ফলে স্থানীয় বাসিন্দা সহ স্বাস্থ্য কর্মিরা খুশি।
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি 'আপনজন,' পত্রিকায় ওই উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের করুণ ছবি তুলে ধরে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। বলা হয়েছিল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বাজারের নোংরা জল জমা হচ্ছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে। এমনকি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার রাস্তাও নোংরা জলে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। ফলে বাসিন্দারা নোংরা জল মাড়িয়েই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসছেন।
এরপর বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর ও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। এদিন সকালেই সেখানে স্থানীয় কুলি পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে চত্বরের নোংরা জল বের করে দেওয়ার সাথে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার রাস্তা করা হয়েছে ইটের টুকরো ফেলে। পঞ্চায়েত প্রধান জেসমিনা বেগম বলেন, পঞ্চায়েত সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল অবস্থা দূর করতে। আমাদের আরও কাজ করার সদিচ্ছা থাকলেও এই মুহুর্তে কিছু করা যাচ্ছে না। তবে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব।
ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হেলথ অ্যাসিটেন্ট রিণা খাতুন বলেন, গত কাল যাঁরা এসেছিলেন তাঁদেরও নোংরা জল ঠেলে আসতে হয়েছিল। কিন্তু আজ আর কোন সমস্যা নেই।
পঞ্চায়েতের কাজে আমরা খুশি। প্রায় একই বক্তব্য এদিন ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসা অন্যান্য বাসিন্দাদের।

সৌজন্যতাবোধে কোনও দ্বিধা ছিল না রাজনৈতিক জীবনে

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য: ২০১১-তে দলকে হারতে দেখে পদত্যাগে এক মুহূর্তও দেরি করেননি

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: আজ মনে পড়ছে সেই দিনটির কথা । রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বিরোধী দলনেত্রী। সিঙ্গুরে অনিচ্ছাকৃত কৃষকদের জমি ফেরত দিতে হবে এই দাবিকে সামনে রেখে জাতীয় সড়কের ওপরে চলছে জোরদার অবস্থান আন্দোলন। গোটা সিঙ্গুর ন্যানো কারখানার প্রকল্পিত জমি ঘিরে রেখেছে হাজার হাজার পুলিশ। মঞ্চে অবস্থান বিক্ষোভ করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিয়মিত সেই আন্দোলনের রিপোর্টিং করতে প্রতিদিন যেতে হতো কলকাতা থেকে সিঙ্গুরে। হঠাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চ থেকে উঠে পাশে থাকা তার একটি ছোট্ট পোশাক বদলের কক্ষে চলে গেলেন।। মঞ্চে তখন অন্যান্য আন্দোলনকারীরা জোরদার বক্তব্য রাখছেন। বিষয়টি কি সাংবাদিক হিসেবে কৌতূহলের সঙ্গে অনুসন্ধান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সেই সময় তৃণমূল নেত্রীর ঘনিষ্ঠ এক মহিলা নেত্রী যিনি পরবর্তীকালে রাজ্যের বিধায়ক হয়েছিলেন তার মারফত জানতে পারলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলন মঞ্চ থেকে কলকাতায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কোথায় যাবেন তিনি? জানতে পেরেছিলাম যাচ্ছেন রাজ ভবন। তৎকালীন রাজ্যপাল গোপাল কৃষ্ণ গান্ধী ডেকে পাঠিয়েছেন । সাংবাদিক হিসেবে আগাম সেই খবর টেলিভিশন চ্যানেলে সম্প্রচার করে ফোন ইন দিতে দিতে গাড়ি নিয়ে ছুটেছিলাম রাজ ভবনের গেটে। সেই সময় রাজভবনের অধীনে থাকা হেয়ার স্ট্রিট থানার ওসি প্রেমব্রত মজুমদার এবং তৎকালীন হেয়ার স্ট্রিট থানার সেকেন্ড অফিসার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে দেখলাম পুলিশ ফোর্স নিয়ে রাজভবনের গেটে তৎপর।
পরবর্তীকালে প্রশাসন সূত্রে জানতে পেরেছিলাম, রাজভবনের ভেতরে হল ঘরে পাতা হয়েছে একটি বড় টেবিল। তাতে সাদা কাপড় এনে বিছান হয়। আমাদের সাংবাদিকদের রাজভবনের ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়। সেই রাজ ভবনের হলঘরে টেবিলের মাঝে বসে ছিলেন তৎকালীন রাজ্যপাল গোপাল কৃষ্ণ গান্ধী। রাজভবনে একে একে প্রবেশ করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাদেরকে পাশে বসিয়ে তৎকালীন রাজ্যপাল গোপাল কৃষ্ণ গান্ধী একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছিলেন সিঙ্গুর জমি জটকে সামনে রেখে। ওই চুক্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছিল অনিচ্ছাকৃত কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং তাদের জমি জোর করে না নিয়ে সিঙ্গুর প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে উভয়পক্ষ সচেষ্ট থাকবেন। খুব কাছ থেকে সেদিন বুদ্ধবাবুকে দেখেছিলাম। এতোটুকু বিচলিত নন।
রাজ্যপালের নির্দেশ মেনে স্বাক্ষর করেছিলেন সেই চুক্তিপত্রে। পরবর্তীকালে সেই চুক্তি মানা হয়েছিল কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। সেদিন রাজভবনের গোটা হলঘরটা নিস্তব্ধ ছিল। শাসক এবং বিরোধীপক্ষ মুখোমুখি হাজির ছিলেন। কিন্তু সিঙ্গুর আন্দোলন মঞ্চে উত্তেজনা থাকলেও তার আঁচ কিন্তু এসে আঘাত করতে পারিনি রাজভবনের অন্দরমহলকে। সেই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তৎকালীন রাজ্যপাল গোপাল কৃষ্ণ গান্ধী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কি বিষয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো এবং আগামী দিন রাজ্যের শাসক দল ও বিরোধী দলের সিঙ্গুর জমি জট বিতর্ক নিয়ে কি ভূমিকা হবে তা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করতে শোনা গিয়েছিল। বুদ্ধবাবু তার সাদা পাঞ্জাবির পকেটে থাকা কলমটি বের করে সেই চুক্তিপত্রে যখন স্বাক্ষর করেছিলেন, সেই সময় রাজভবনের ফল ঘরে উপস্থিত আলোকচিত্রীদের ফ্ল্যাশ গান মুহুর্মুহু ঝলসে উঠেছিল। আরেকটি দিন বুদ্ধ বাবু কে খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম আমি। সেই দিনটি ছিল ২০১১ সালের ১৩ ই মে। রাজ্যের সপ্তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর দুপুর নাগাদ নিজের গাড়িতে চেপে পৌঁছেছিলেন রাজভবনে। দিনটি ছিল শুক্রবার। নিজের হাতে পদত্যাগ পত্র পৌঁছে দিয়েছিলেন তৎকালীন রাজ্যপাল এম কে নারায়নের হাতে। সকাল থেকে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার সময় আমার ডিউটি ছিল কালীঘাটে। কিন্তু হঠাৎ খবর আসে বুদ্ধবাবু পদত্যাগ করতে রাজভবনে যাচ্ছেন। সেদিন বুদ্ধ বাবু ফলাফল প্রকাশের পর এক মুহূর্ত দেরি না করে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরে পৌঁছে গিয়েছিলেন রাজভবনে। সেখানে ছয় থেকে সাত মিনিট ছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী। তৎকালীন রাজ্যপাল এম কে নারায়ন পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী শপথ না নেওয়া পর্যন্ত তাকে দায়িত্বভার পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বুদ্ধবাবু মাথা নেড়ে তাতে সম্মতি জানিয়েছিলেন। পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে গাড়িতে চেপে উত্তর দিকের গেট দিয়ে বেরোনোর সময় সাংবাদিকরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন বুদ্ধবাবুর বক্তব্য জানার জন্য। তিনি কোন বক্তব্য দেননি। মাথা নিচু করে বসেছিলেন সাদা এম্বাসেডর গাড়ির পেছনের ধবধবে সাদা পাতা তোয়ালের ওপর। গাড়ি চালক ওসমান রাজভবনের গেটে গাড়ির গতি কিছুটা কমিয়ে যখন বুঝতে পেরেছিলেন সাহেব কিছু বলবেন না বেরিয়ে গিয়েছিলেন সেখান থেকে।
রাজভবনের গেটে দাঁড়িয়ে সাদা এম্বাসেডরের হালকা সবুজ রং এর কাচের ফাঁক দিয়ে বুদ্ধবাবুকে দেখেছিলাম পরাজয়ের গ্লানি মুখে নিয়ে তিনি খুব ক্লান্ত। কিন্তু জনগণের রায় মেনে নিয়ে মহাকরণ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তিনি। এরপর বুদ্ধবাবুকে আবার সাংবাদিক হিসেবে দেখেছিলাম ২০১১ সালের ২০ মে, রাজভবনে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অষ্টম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার অনুষ্ঠানে। গোটা অনুষ্ঠানটিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে সামনের সারির আসনে বসে গালে হাত দিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত চাক্ষুষ দর্শন করতে দেখা গিয়েছিল সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরিহিত রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। শপথ নেওয়ার পর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে গিয়েছিলেন তার দিকে এবং হাত তুলে নমস্কার জানিয়েছিলেন। বিনিময়ে তিনিও শুভেচ্ছা বিনিময় করেছিলেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে। যা কিনা নজির হয়ে রয়েছে রাজভবনের ফটো এ্যালবামে। সাদা পাজামা অথবা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরিহিত বাংলার এই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে বিধানসভার ভেতর তৎকালীন বিরোধী বিধায়করা দোয়াতের পেন ভর্তি কালি এনে ছিটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মেজাজ হারাননি সাহিত্য প্রেমি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাইপো বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম ও নেতাই কাণ্ডে বিরোধীদের আন্দোলনে বৃদ্ধ হওয়া বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সমালোচিত হলেও তার প্রশাসনিক দক্ষতা ও সততা নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন তুলতে পারেনি। সিঙ্গুরের ন্যানো কারখানার প্রকল্পে তার পিছিয়ে আসা বাংলার শিল্পমহলে কতটা আঘাত এনেছে তা হয়তো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকবে। কিন্তু আবৃত্তিকার, সাহিত্যপ্রেমী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যেকোনো কোরাপশনের উর্ধ্বে উঠে থাকবেন ধবধবে সাদা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বুদ্ধদেব স্মরণে মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট
আপনজন: প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্মরণে মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠান হল আমডাঙা রাহানায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-এরএর প্রয়াণ উপলক্ষে তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা ও কর্মজীবনের স্মৃতিচারণ ও তার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন অনুষ্ঠানে মামিল হন মাদ্রাসার সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষক মন্ডলী।বক্তব্য রাখেন, মাদ্রাসার সহকারী প্রধান শিক্ষক নুরুল হক, শিক্ষক ও সিরাতের রাজ্য সম্পাদক আবু সিদ্দিক খান, মাওলানা রেজওয়ানুল করিম, মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান, শ্যামাপ্রসাদ ব্যানার্জী প্রমুখ।

হলকর্ষণ উৎসব বিশ্বভারতীতে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর
আপনজন: বৃহস্পতিবার যথাযথ মর্যাদায় হলকর্ষণ উৎসব উদযাপিত হলো। এই হলকর্ষণ উৎসব ৮৫তম বছরে পা দিল। সকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের গানের নাচের মধ্য দিয়ে পালিত হয় হলকর্ষণ উৎসব এই হলোকর্ষণে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক জয়া মিত্র, বিশ্বভারতের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অরবিন্দ মন্ডল, বিশ্বভারতী আধিকারিক সহ বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। আজ এই হলকর্ষণ উৎসবে বিশ্বভারতী ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হাল চালিয়ে হলকর্ষণ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

জয়নগর-মজিলপুর পৌরসভার মাঠে চালু হচ্ছে মমতার স্বপ্নের মোয়া হাব

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর
আপনজন: বর্ষার ঝোড়ো ইনিংস চলছে।এর পরে পুজো ও তার পরেই শীতের মরশুম।আর শীত মানেই খাদ্য রসিক মানুষের প্রিয় জয়নগরের সুস্বাদু নলেন গুড়ের মোয়া। তবে এবারে শীতে জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ী এবং প্রস্তুতকারকদের কাছে সুসংবাদ আসতে চলেছে। এই শীতেই জয়নগরের বুকে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ীদের স্বপ্নের 'মোয়া হাব'।এখন তাই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে জয়নগরে 'মোয়া হাব' তৈরির কাজ। জয়নগরের প্রাণ কেন্দ্রেই পুরসভার পাশের মাঠের ধারে পাঁচিল ঘেরা জায়গায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে মোয়া হাবের জন্য নব নির্মিত দোতলা বাড়ি।এই মোয়া হাব তৈরি হলে জয়নগর সহ তৎসংলগ্ন এলাকার প্রায় সাড়ে ৪ হাজার পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে উপকৃত হবেন। কেননা এখানকার বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ জড়িয়ে রয়েছেন এই মোয়া ব্যবসায়। কেউ প্রস্তুতকারক, তো কেউ ব্যবসায়ী। আবার কেউ শিউলি। কয়েক বছর আগেই জয়নগরের মোয়া জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে এখানকার মোয়ার সুনাম আরও বেশি ছড়িয়ে গেছে সারা বিশ্বে। আর তাই জানুয়ারি মাসে জয়নগরের বহড়ুতে প্রশাসনিক সভায় এসে জয়নগরের মোয়ার প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সম্প্রতি বারুইপুরের একটি সভায় এসেও জয়নগরের মোয়ার উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেন। পাশাপাশি মোয়া ব্যবসায়ী, মোয়া প্রস্তুতকারক ও শিউলিদের কথা চিন্তা করে দ্রুত 'মোয়া হাব' তৈরি করার কথাও বলেন। ইতিমধ্যেই 'মোয়া হাব' তৈরির কাজ করছে রাজ্যের খাদি গ্রামীণ শিল্প বোর্ড। মোট ৮ কোটি টাকা প্রকল্প খরচ ধরা হয়েছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই কাজ শেষ করার লক্ষ্যে কাজ চলছে বলে জানান মোয়া হাব তৈরির দায়িত্বে থাকা খাদি গ্রামীণ শিল্প বোর্ডের এক আধিকারিক। মোয়া হাবের দোতলা বাড়িতে থাকছে মোয়াকে দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করার জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্র। পাশাপাশি মোয়া নিয়ে গবেষণা ও প্রস্তুতকারকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ারও ব্যবস্থা।এ ব্যাপারে বহড়ুর মোয়া ব্যবসায়ী গনেশ দাস, জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ী খোকন দাস,রাজেশ দাস,তিলক কয়াল সহ একাধিক মোয়া ব্যবসায়ীরা বলেন, মোয়া হাব আত্মপ্রকাশ পেলে নিঃসন্দেহে এখানকার মোয়া প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী এবং মোয়া ব্যবসার সঙ্গে জড়িত সবারই উপকার হবে।আমাদের জয়নগরের মোয়া ব্যবসায় নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার দেওয়া জায়গায় এই হাবটি তৈরি হচ্ছে। আর এ ব্যাপারে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বলেন,এই জয়নগরের মোয়া হাব মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের পোজেক্ট।এই মোয়া হাবটি আমাদের পৌরসভায় হওয়ায় আমরা খুশি।এই মোয়া হাব তৈরির পিছনে যন্ত্রপাতি কিনতে সহায়তা করেছে জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল। আর এই মোয়া হাব টি চালুর পথে জেনে খুশি সাংসদ প্রতিমা মন্ডল ও।আর খাদ্য প্রেমিক মানুষ তাকিয়ে আছে কবে তাদের স্বপ্নের জয়নগরের মোয়া হাবটি চালু হবে।

শেষ শ্রদ্ধায় মৌন মিছিল

আজিম শেখ ● রামপুরহাট
আপনজন: বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রয়াত স্মরণে প্রতিক্রি চিত্রে মাল্যদান ও পুষ্প নিবেদন। বীরভূমে রামপুরহাট সিপিএম পার্টির পক্ষ থেকে যেদিন রামপুরহাট শহরের ডাকবাংলা মোড় থেকে একটি একটি মৌন মিছিল করা হয়।
মিছিলটি রামপুরহাট শহর পরিক্রমা করার পর পাঁচমাথা মোড়ে শেষ হয় এবং সেখানেই প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রতিক্রি চিত্রে মাল্যদান ও পুষ্প নিবেদন করা হয়। আর এই অনুষ্ঠানে সিপিএম পার্টির নেতা নেতৃত্বরা অংশগ্রহণ করেন।

নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করেছিলেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নিমপীঠ

আপনজন: বামপন্থী ভাবধারার মানুষ ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। জয়নগরের নিমপীঠের রামকৃষ্ণ আশ্রমে গিয়ে ঘটিয়েছিলেন ব্যতিক্রমী ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের দর্শন করতে গিয়ে পাঠ করেছিলেন গায়ত্রী মন্ত্র।তাকে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করতে দেখে সেই দিন অবাক হয়েছিলেন আশ্রমের মহারাজরা।সুন্দরবনেরকুলতলিতে এসেছিলেন তৎকালীন সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ফেরার পথে জয়নগরের নিমপীঠে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে আসেন। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও সারদার মূর্তি দর্শন করতে মন্দিরা গৃহে প্রবেশ করেছিলেন তিনি। আর সেখানেই ঠাকুরদের প্রণাম করেই গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করেছিলেন।যা অতীতে ওই ভূমিকায় কখনো দেখা যায়নি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে।আর সেদিনের সেই ব্যতিক্রমী ঘটনার স্মৃতিচারণ করলেন বৃহস্পতিবার নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের মহারাজ স্বামী অমৃতানন্দজী মহারাজ।তিনি এদিন বলেন,ভালো মনের মানুষ চলে গেল।ওনাকে কাছ থেকে সেই সময় দেখেছিলাম।আর আজ ওনার মৃত্যু সংবাদ শুনে মনটা ভারকান্ত হয়ে গেল।আর ওনার ওদিনের ছবি গুলো আজ শুধু চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

প্রথম নজর

হানিয়ার হত্যাকাণ্ড ইরানের সার্বভৌমত্বের ‘নির্লজ্জ লঙ্ঘন’: সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: তেহরানে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের নেতা ইসমাইল হানিয়াকে হত্যা করা ছিল ইরানের সার্বভৌমত্বের ‘নির্লজ্জ লঙ্ঘন।’ ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) বিশেষ সম্মেলনে বুধবার এই মন্তব্য করেছেন সৌদি উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়ালিদ আল-খুরাইজি। ৩১ জুলাই ইরানি রাজধানীতে ইসমাইল হানিয়াকে হত্যা করার পর এই প্রথম প্রকাশ্যে এ ধরনের মন্তব্য করল সৌদ আরব।
সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনে ওয়ালিদ আরো বলেন, সৌদি আরব ‘রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের যেকোনো লঙ্ঘন কিংবা যেকোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের’ বিরোধী।
এর আগে ওআইসির সভাপতি গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মামাদু তানগারা ওই হামলাকে ‘জঘন্য’ হিসেবে অভিহিত করে বলেন, এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যে বড় ধরনের সঙ্ঘাতের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।
ওআইসির ওই সম্মেলনের পর এক বিবৃতিতে সংস্থাটি অবৈধ দখলদার ইসরাইল হানিয়াকে হত্যার জন্য পুরোপুরি দায়ী করা হয়। এতে আরো বলা হয়, ওই হামলা চালিয়ে ইসরাইল ‘ইরানের সার্বভৌমত্ব গুরুতরভাবে লঙ্ঘন’ করেছে।
সম্মেলনে ইরানের সিনিয়র এক কর্মকর্তা তার দেশের ইসরাইলকে প্রতিরোধ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
ইসরাইল ওই হামলার কথা স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটাই করেনি। হামাস হানিয়াকে হত্যার জন্য ইসরাইলকে দায়ী করে। এরপর তারা ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান হিসেবে নিয়োগ করে।

‘হানিয়াকে হত্যা ইসরায়েলের কৌশলগত ভুল, মারাত্মক মূল্য দিতে হবে’: আলী বাঘেরি

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল গত সপ্তাহে তেহরানে হামাসের রাজনৈতিক নেতা ইসমাইল হানিয়াকে হত্যা করে একটি মারাত্মক ‘কৌশলগত ভুল’ করেছে। ইরানের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৃহস্পতিবার এএফপিকে এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন। সৌদি উপকূলীয় শহর জেদ্দায় অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশনের (ওআইসি) একটি বিশেষ অধিবেশনে যোগদানের এক দিন পর আলী বাঘেরি বলেন, ‘তেহরানে ইহুদিবাদীরা যে কাজটি করেছে, তা একটি কৌশলগত ভুল ছিল। কারণ এর ফলে তাদের মারাত্মক মূল্য দিতে হবে।’
যদিও ইসরায়েল হানিয়ার মৃত্যুর বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। তবে ইরান প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ফলে অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসরায়েল ‘অন্যান্য দেশে উত্তেজনা, যুদ্ধ ও সংঘাত প্রসারিত করতে’ চাচ্ছে বলে বাঘেরি অভিযোগ করেছেন।
একই সঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলেন, তারা ইরানের বিরুদ্ধে লড়াই করার অবস্থানে নেই। তার মতে, ‘ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার মতো অবস্থানে ইহুদিবাদীরা নেই। তাদের সামর্থ্য বা শক্তি নেই।’
৫৭ সদস্যের ওআইসির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বুধবারের বৈঠকে একটি ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সেখানে কাতারে বসবাসকারী ও গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ বন্ধের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী হানিয়ার ‘ঘৃণ্য’ হত্যাকাণ্ডের জন্য ইসরায়েলকে ‘সম্পূর্ণ দায়ী’ করা হয়েছে।
এই অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধির আশঙ্কা ও ওয়াশিংটনের কাছ থেকে সংযমের আহ্বান সত্ত্বেও বাঘেরি এএফপিকে জানান, ওআইসি সদস্যরা ইরানের প্রতিশোধের জন্য সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা গতকাল যাদের সঙ্গে কথা বলেছি, ফোন কলে হোক বা ব্যক্তিগত বৈঠকের সময়, তারা সবাই এই সন্ত্রাসী অপরাধের জবাব দেওয়ার জন্য ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের অধিকারের ওপর জোর দিয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলো, যারা দাবি করে যে তারা ইরানকে প্রতিক্রিয়া সীমিত করতে বলেছে, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং তারা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানকে পরামর্শ দেওয়ার অবস্থানে নেই।’

ব্রিটেনে অভিবাসীদের পক্ষে হাজারো মানুষের মিছিল

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে লন্ডনসহ বিভিন্ন শহরে অভিবাসীদের পক্ষে ও অতি ডানপন্থিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে হাজারো মানুষ। দেশটিতে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে আরো মিছিলের ডাক দিয়েছে অতি ডানপন্থিরা। তার প্রতিবাদে রাস্তায় নামে হাজার হাজার মানুষ। তারা বর্ণবাদ-বিরোধী স্লোগান দেন।
লন্ডন মেট্রোপলিটান পুলিশ জানিয়েছে, শহরটিতে কয়েক হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। তাছাড়া সম্ভাব্য হামলা সামলাবার জন্য এক হাজার তিনশ বিশেষ প্রশিক্ষিত বাহিনীকে ‘স্ট্যান্ড বাই’ হিসাবে রাখা হয়েছে।
বুধবার (৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নামেন। তাদের হাতে ছিল পোস্টার, সেখানে বর্ণবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছাড়াও অভিবাসী, শরণার্থী ও যারা আশ্রয় নিতে চান, তাদের স্বাগত জানাবার কথাও বলা হয়েছিল। লন্ডন ছাড়াও বার্মিংহাম, লিভারপুল, শেফিল্ড, ব্রিস্টলেও প্রচুর মানুষ রাস্তায় নেমে মিছিল করেছেন। লন্ডনের ফিঞ্চলিতে মিছিলে নিরাপত্তা বজায় রাখতে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। লন্ডনের ফিঞ্চলিতে মিছিলে নিরাপত্তা বজায় রাখতে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়।
মিছিলকে ঘিরে পূর্ব লন্ডনের একটি অভিবাসন কেন্দ্রের সামনে প্রচুর মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন। সেখানে ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে স্লোগান ওঠে। এছাড়াও মানুষ সোচ্চারে বলেন, ‘অভিবাসন কোনো অপরাধ নয়’, ‘অতি ডানপন্থিদের থামানো হোক’।
প্রধানমন্ত্রী স্টারমার বলেছেন, যে দাঙ্গা হয়েছে তা সরকারের অভিবাসন নীতির জন্য নয়, এটা অতি ডানপন্থিদের গুণ্ডামির জন্য হয়েছে।

হামলার আশঙ্কায় ভূগর্ভস্থ হাসপাতাল প্রস্তুত রাখছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সশস্ত্রগোষ্ঠী হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়া এবং লেবানন ভিত্তিক ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠন হিজবুল্লাহর জ্যেষ্ঠ কমান্ডার ফুয়াদ শোকর হত্যাকাণ্ডে ইসরায়েলে ব্যাপক হামলার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ আশঙ্কার কারণে দখলদার এই দেশটিতে ভূগর্ভস্থ হাসপাতাল প্রস্তুত রাখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।
ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় হাইফা শহরে বিশালাকার ভূগর্ভস্থ হাসপাতাল রয়েছে। সহস্রাধিক শয্যার ওই হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার থেকে শুরু করে প্রসূতি ওয়ার্ডও রয়েছে। হাসপাতালের এক প্রান্তে চিকিৎসা সরঞ্জাম এনে রাখা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত সেখানে কোনো রোগী নেই।
২০০৬ সালে ইসরায়েল-হিজবুল্লাহ যুদ্ধের পর রামবাম মেডিক্যাল সেন্টার এই বাংকার তৈরি করেছে। সাধারণত এটি গাড়ি পার্কিংয়ের বহুতল স্থাপনা। তবে এটি তিন দিনেরও কম সময়ে হাসপাতালে রূপান্তরে সক্ষম। গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাস আক্রমণ চালানোর পর ভূগর্ভস্থ হাসপাতালটি প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
সম্প্রতি ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে চিকিৎসকরা বলছেন, হাইফা শহরে বড় হামলা হলে হতাহতদের সামলাতে প্রস্তুত আছেন তারা।
সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, ভূগর্ভস্থ ওই হাসপাতালে দুই হাজারের বেশি শয্যা রয়েছে। ইসরায়েল বড় ধরনের হামলার শিকার হলে পার্শ্ববর্তী হাসপাতালগুলো থেকে রোগীদের সেখানে সরিয়ে নেওয়া হবে। আহতদের চিকিৎসার জন্য আলাদা ওয়ার্ডের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে।
মেডিক্যাল সেন্টারের পরিচালক ডা. আভি ওয়েইসম্যান বলেন, ‘কবে, কখন, কোন সময় এই হামলা হতে পারে কেউ জানে না। আমরা এ ব্যাপারে অনেক কথা বলেছি। মানুষজন উদ্বিগ্ন রয়েছে।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস

কুরস্কে ইউক্রেনের সেনা, জরুরি অবস্থা জারি: রাশিয়া

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়া বুধবার জানিয়েছে, কুরস্কে ইউক্রেনের সেনা ঢুকে পড়েছে। সেখানে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। রাশিয়া জানিয়েছে, তাদের সেনা এখন কুরস্কে ইউক্রেনের সেনার সঙ্গে লড়াই করছে। কুরস্কের কাছে পরমাণু কেন্দ্রে নিরাপত্তা অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে। প্রেসিডেন্ট পুটিন মনে করছেন, ইউক্রেন যা করেছে তা বিশাল একটা উসকানি ছাড়া আর কিছু নয়। কুরস্কের কার্যকরী গভর্নর অ্যালেক্সি স্মিরনভ জানিয়েছেন, তিনি ৭ অগাস্ট থেকে জরুরি অবস্থা জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ভিডিও কনফারেন্সে রাশিয়ার চিফ অব জেনারেল স্টাফ গেরাসিমভ প্রেসিডেন্ট পুটিনকে জানিয়েছেন, ইউক্রেনের সেনার একটি ইউনিট কুরস্কে ঢুকে পড়েছে। প্রায় এক হাজার সেনা সেখানে আক্রমণ চালাচ্ছে।
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছে, ‘শত্রুসেনার রাশিয়ার আরো ভিতরে ঢোকার চেষ্টা প্রতিহত করা হয়েছে। সেখানে ইউক্রেনের সেনার বিরুদ্ধে অপারেশন চলছে।’ পুতিন জানিয়েছেন, এটা ইউক্রেনের বিশাল উসকানি ছাড়া আর কিছু নয়। ওই এলাকা থেকে কয়েক হাজার মানুষকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দেয়া হয়েছে।
গভর্নর স্মিরনভ জানিয়েছেন,‘গত ২৪ ঘণ্টায় আমারা যাবতীয় আক্রমণ প্রতিহত করেছি।’
রাশিয়া জানিয়েছে, কামান ও সাঁযোয়া যান নিয়ে ইউক্রেনের সেনা কুরস্কে রাশিয়ার সীমান্তে হামলা করে। সীমান্তের কাছেই রাশিয়ার দুইটি শহর আছে। ইউক্রেনের সেনা রাশিয়ার সুদঝা শহর পর্যন্ত এসে গেছে বলে জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে। এই শহরই ইউক্রেন হয়ে ইউরোপে রাশিয়ার গ্যাস যাওয়ার কেন্দ্র।
বুধবার সন্ধ্যায় রাশিয়া কুরস্কের পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ন্যাশনাল গার্ড নিয়োগ করেছে। এই কেন্দ্র ইউক্রেন সীমান্ত থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে। এই পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চারটি রিঅ্যাকটার ব্লক আছে।
সেখান থেকে দুই গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। কুরস্ক-সহ ১৯টি অঞ্চলে এখান থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়।
ন্যাশনাল গার্ডের তরফে জানানো হয়েছে, অন্তর্ঘাত আটকাতে এবং তাদের জমি পুনরুদ্ধার করতে অতিরিক্ত বাহিনী সেখানে পাঠানো হয়েছে।

ট্রাম্প হারলে ক্ষমতা হস্তান্তর শান্তিপূর্ণ হবে না: বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্প যদি হেরে যান, তাহলে জানুয়ারিতে নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ হবে না। এমনটাই আশঙ্কা করছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বুধবার সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাইডেন বলেন, যদি ট্রাম্প পরাজিত হোন, আমি কোনোভাবেই ভরসা পাচ্ছি না যে, ক্ষমতা হস্তান্তর পর্বটি শান্তিপূর্ণ হবে। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আমি একেবারেই নিশ্চিত হতে পারছি না। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীর ক্ষমতা গ্রহণের পর্বটি শান্তিপূর্ণ হবে কিনা-এমন প্রশ্নের জবাবে বাইডেন অতীত আচরণের আলোকে গভীর হতাশা ব্যক্ত করে এমন অভিমত পোষণ করেছেন। বাইডেন উল্লেখ করেন, তিনি (ট্রাম্প) যা বলেছেন তা করবেন বলেই প্রকাশ্যে হুংকার দিয়েছেন। তবে আমরা তাকে গুরুত্ব দেইনি। যদিও তিনি করবেন বলেই বলেছেন, যদি আমরা (টাম্প) পরাজিত হই তবে রক্ত গঙ্গা বইয়ে যাবে। উল্লেখ্য, গত মার্চে ওহাইয়োতে নির্বাচনি সমাবেশে ট্রাম্প হুংকার দিয়েছেন রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার। নির্বাচনে যদি ট্রাম্প জয়ী হতে না পারেন, তাহলেই রক্তপাতের কথা বলেছেন। সে সময় ট্রাম্প বিদেশি আগ্রাসী তৎপরতা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মটর শিল্পকে রক্ষার্থে করণীয় সম্পর্কে আলোচনাকালে ট্রাম্প এ হুংকার দিয়েছিলেন।
পরে রিপাবলিকান নীতি-নির্ধারকরা ট্রাম্পকে এমন মন্তব্য করা ঠিক হয়নি বলে জানালে ট্রাম্প তার বক্তব্যের ব্যাখ্যায় জানান, তিনি মটর শিল্পকে বিদেশি কোম্পানির ছোবল থেকে রক্ষার্থে ওই কথা বলেছিলেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রাশিয়ার পুতিন-ঘনিষ্ঠ শোইগু মধ্যপ্রাচ্য উত্তেজনার মাঝে ইরানে

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের একজন সিনিয়র ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ইরানের প্রেসিডেন্ট ও শীর্ষ কর্মকর্তাসহ সে দেশের নেতাদের সাথে বৈঠকের জন্য সোমবার তেহরানে পৌঁছান, যখন ইরান হামাস নেতাকে হত্যার পাল্টা জবাব দেয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে।
গত সপ্তাহে ইরানে ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাসের নেতা ইসমাইল হানিয়াহকে হত্যার নিন্দা করেছে রাশিয়া এবং সকল পক্ষকে এমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে, যা মধ্যপ্রাচ্যকে বৃহত্তর আঞ্চলিক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে।
রাশিয়ার ভেজদা টেলিভিশন কেন্দ্র দেখিয়েছে, সে দেশের নিরাপত্তা পরিষদের সচিব সেরগে শোইগু ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর-এর (আইআরজিসি) সিনিয়র কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল আলি আকবর আহমদিয়ার সাথে বৈঠক করছেন। ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল নিরাপত্তা পরিষদের সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আহমদিয়া।
চলতি বছরের মে মাসে রাশিয়ার নিরাপত্তা পরিষদে দায়িত্ব পাওয়ার আগে সে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা শোইগু ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন।
ভেজদা টিভির বক্তব্য অনুযায়ী, ‘তেহরানে, ইরানের প্রেসিডেন্ট, সুপ্রিম ন্যাশনাল নিরাপত্তা পরিষদের সচিব ও জেনারেল স্টাফের প্রধানের সাথে আলোচনা করার কথা রয়েছে রাশিয়ার নিরাপত্তা পরিষদের সেক্রেটারির।’
হানিয়াহের হত্যা ও ইসরাইল মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি নিয়ে পুতিন যদিও প্রকাশ্যে এখনো কোনো মন্তব্য করেননি, তবে সিনিয়র রুশ কর্মকর্তারা বলেছেন, হানিয়াহের হত্যার পিছনে যারা রয়েছে তারা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির আশাকে নষ্ট করতে ও যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক পদক্ষেপে টানতে চাইছে। ইরান ইসরাইলকে দায়ী করে বলেছে, তারা এই দেশকে ‘শাস্তি’ দেবে; ইসরাইলি কর্মকর্তারা এই হত্যার দায় স্বীকার করেননি। ইরান লেবাননের গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ এবং হামাসকে সমর্থন করে। হামাস গাজা ভূখণ্ডে ইসরাইলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে এবং হিজবুল্লাহের সিনিয়র সামরিক কমান্ডার ফুয়াদ শুকর গত সপ্তাহে বৈরুতে ইসরাইলি হামলায় নিহত হয়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৮ মি.

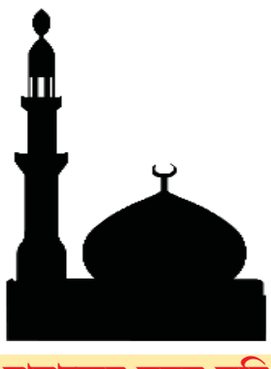

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪৫	৫.১১
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.১৭	
মাগরিব	৬.১৮	
এশা	৭.৩৪	
তাহাজ্জুদ	১১.০২	

ইয়েমেনে ব্যাপক বন্যা, নিহত ৪০

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ হোদেইদায় ব্যাপক বর্ষণ ও তার ফলে সৃষ্ট বন্যায় অন্তত ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো নিখোঁজ রয়েছে পাঁচজন। বৃহস্পতিবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছে প্রদেশটির প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।
প্রশাসনিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সোম-মঙ্গলবারের ব্যাপক বর্ষণে প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় বন্যা দেখা দিয়েছে। বুধবার পর্যন্ত উপদ্রুত বিভিন্ন এলাকার ৫ শ’রও বেশি পরিবারকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হয়েছে।

সিরিয়ায় ট্রাক বোমা হামলায় নিহত ১০, আহত ১৩

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত শহর আজাজে একটি ট্রাক বোমা বিস্ফোরণে ১০ জন নিহত ও ১৩ জন আহত হয়েছে।
বুধবার ব্রিটেনভিত্তিক সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে চারজন তুরস্ক সমর্থিত ‘সিরিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সদস্য। এ দিকে, অন্যান্য প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিস্ফোরণের পর কুর্দি নেতৃত্বাধীন সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস (এসডিএফ) বিস্ফোরণস্থলে শেল নিক্ষেপ করেছে। সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে এসডিএফ ও তুর্কি সমর্থিত বিদ্রোহীরা দীর্ঘদিন ধরে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত কেউ এ হামলার দায় স্বীকার করেনি।
সিরিয়ার আলেপ্পো প্রদেশে অবস্থিত আজাজ শহরটি সিরীয় সরকারবিরোধী বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করলেন তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: উত্তর আফ্রিকার দেশ তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট কাইস সাইদ দেশটির প্রধানমন্ত্রী আহমেদ হাচানিকে বরখাস্ত করেছেন। তার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে সামাজিকবিষয়ক মন্ত্রী কামেল মাদৌরিকে নিযুক্ত করেছেন বলে তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের বুধবার গভীর রাতে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।
বরখাস্তকৃত প্রধানমন্ত্রী এক বছর আগেই ওই দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার (৮ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স।
সংবাদমাধ্যম রয়টার্স জানিয়েছে, গত বছরের আগস্টে তিউনিসিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হাচানির নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। বরখাস্ত করার কয়েক ঘণ্টা আগে হাচানি এক ভিডিও বার্তায় বলেছিলেন, দেশের খাদ্য ও জ্বালানির চাহিদা সুরক্ষিত করাসহ বিশ্বব্যাপী নানা চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও তার সরকার বেশ কয়েকটি বিষয়ে অগ্রগতি করেছে। জানা গেছে, দেশের অনেক অংশে বারবার পানি ও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে জনগণের অসন্তোষের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আহমেদ হাচানিকে তার পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। যদিও সরকার বলছে, তিউনিসিয়া ক্রমাগত খরায় ভুগছে যার ফলে পানি বণ্টনে কোটা ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২১৫ সংখ্যা, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩১, ৩ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

মৌলিক অধিকার

এই সভ্য পৃথিবী আমাদের কিছু সুন্দর শব্দ শিখাইয়াছে। যেমন—গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার, গুড গভর্নেন্স ইত্যাদি। এই শব্দগুলি শুনিতে ভীষণ ভালো; কিন্তু বিশ্ব জুড়িয়া এই শব্দগুলির নামে যাহা চলিতেছে, তাহাকে প্রহসন ছাড়া আর কী বলা যাইতে পারে? সেই 'কতিপয়' শব্দের মতো এই শব্দগুলি শুনিতে ভালো লাগে; কিন্তু ভালো লাগিলেও সকল জায়গায় যদি 'কতিপয়' বসাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিপন্ন হয় নিজের পরিচয়। তখন 'পিতা' হইয়া যাইতে পারে 'কতিপয় পিতা'—যেমনটি এক অর্ধশিক্ষিত ছাত্র তাহার পিতাকে লিখিয়াছিল, 'কতিপয়' শব্দের মোহে পড়িয়া।

যথার্থ অর্থে, প্রকৃত গণতন্ত্র এখন সোনার পাথরবাটি, অধিকাংশ দেশেই নির্বাচন কমবেশি ম্যানুপুলেট হয়। তবে নির্বাচনে কে কীভাবে ক্ষমতায় আসীন হইলেন বা রহিলেন, সেই প্রশ্ন তুলিবার ধৃষ্টতা দেখাইবার পূর্বে সচেতন পর্যবেক্ষকরা বরং চিন্তিত নির্বাচন-পরবর্তী পুলিশের ভূমিকা লইয়া। কোথাও কোথাও ক্ষমতার দাপট-প্রভাব-প্রতাপ এবং প্রতিপত্তির উত্তাপ বিপজ্জনকভাবে প্রকাশ পাইতেছে ক্ষমতাসীনদের নীতি-কৌশলে। তাহারা মাস্তান রাখে। তবে মাস্তান তো চাহিলেই মাস্তানি করিতে পারে না। যদি পুলিশ পাশে থাকে, তাহা হইলে মাস্তানের ইশারাই হইয়া যায় পুলিশের জন্য নির্দেশনা। পুলিশ এখন কাহার বিরুদ্ধে মামলা দিবে, কাহাদের শাসাইবে, তাহা ঠিক হইতেছে মাস্তারদের অঙ্গুলিহেলনে। দেখা যাইতেছে, তৃতীয় বিশ্বের কোথাও কোথাও প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে বিচার বিভাগও ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ লইয়া দলীয় কর্মীর মতো ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ যাহা দলীয় ক্ষমতায় করা সম্ভব নহে, তাহা প্রশাসনের মাধ্যমে করিয়া নেওয়া হইতেছে।

এইভাবে অনেক জনপদে নষ্ট হইতেছে 'দ্য বিউটি অব দ্য ইলেকশন' এবং 'দ্য বিউটি অব ডেমোক্রেসি'। প্রশ্ন হইল, ব্যুরোক্রেসির একটি বৃহৎ অংশ যদি দলীয় কর্মিবাহিনীর মতো কাজ করে, তাহা হইলে ব্যুরোক্রেসি কেন সৃষ্টি হইল? ব্যুরোক্রেসির কাজই তো নিরপেক্ষ থাকা। নচেৎ গণতন্ত্র হইয়া উঠে যন্ত্রণা। কারণ গণতন্ত্রের মূল্যবোধ, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, সততা, আইনানুগতা এবং দক্ষতা—এই সকল কিছু মিলিয়া 'গুড গভর্নেন্স' তৈরি হয়।

কিন্তু ক্ষমতার মদমত্ত সাংঘাতিক জিনিস। তৃতীয় বিশ্বের কোনো কোনো দেশে জনগণের জন্য বিভিন্ন জনহিতৈষী প্রকল্প আর অর্থের নহর বহিয়া যাইতেছে! কিন্তু বাস্তবে দেখা যাইতেছে—সেই অর্থ চলিয়া যাইতেছে গুটিকয়েক গোষ্ঠীর হাতে। সরকারের তথা জনগণের অর্থের যত লুটপাট হইতেছে, তাহা কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণির মধ্যেই ঘুরাফেরা করিতেছে, জনগণের নিকট এই অর্থের সুফল পৌঁছাইতেছে না। স্বনামধন্য ফরাসি পণ্ডিত মন্টেস্কু তাহার 'দ্য স্পিরিট অব দ্য লজ' গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—'অভিজ্ঞতা আমাদের অনবরত দেখাইতেছে যে—প্রত্যেক ব্যক্তি, যাহার হাতে ক্ষমতা রহিয়াছে, তিনি তাহা সুকৌশলে অপব্যবহার করিয়া চলেন এবং তাহাকে রুখিয়া না দেওয়া পর্যন্ত তিনি তাহার কর্তৃত্বপরায়ণতা বজায় রাখিয়া চলেন।' বস্তুত, ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার আকাঙ্ক্ষায় আইন ও নিয়মনীতি এবং জনহিতৈষীকে বিসর্জন দিয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশকে কাজে লাগাইয়া যাহা করা হইতেছে, তাহা গণতান্ত্রিক বিশ্বের জন্য, বিশেষ করিয়া তৃতীয় বিশ্বের গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত বহন করিতেছে। কারণ, ইহার ফল ভোগ করিতে হইবে সকলকে। এইভাবে এক বার দুই বার তিন বার কিংবা আরও অনেক বার হয়তো ক্ষমতা ধরিয়া রাখা যায়; কিন্তু গণতন্ত্রের খাল কাটিয়া যেই কুমির প্রবেশ করানো হইতেছে, তাহার অপূরণীয় ক্ষতি কোটি কোটি মানুষকে যুগ যুগ ধরিয়া বহন করিতে হইবে। সামান্য কয়েকটি জমানায় ক্ষমতা কুক্ষিগত করিতে যেই বিষবৃক্ষের চাষ করিতে হয় তাহাতে যেই লোকক্ষয়, রক্তক্ষয়, সম্পদ ক্ষয় হইবে—তাহার তো কোনো প্রয়োজন ছিল না। যেই দৃষ্টান্ত তৈরি হইল, তাহার ক্ষতি সুদূরপ্রসারী। ক্ষমতায় আসা-যাওয়া তো মহান আল্লাহ তাআলার হাতে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহা দান করেন। তিনি বলিয়াছেন—ধৈর্য অবলম্বন করিতে, দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে, নিজেদের প্রতিরক্ষাকল্পে পারস্পরিক বন্ধন মজবুত করিতে। তৃতীয় বিশ্বের জনগণের জন্য ইহাই প্রধান দিশা।

●●●●●●●●●●●●

চলে গেলেন কমিউনিস্ট পার্টির শেষ দার্শনিক নেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

ভারতের কমিউনিস্ট নেতা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বৃহস্পতিবার সকালে মারা গেছেন। কলকাতায় নিজের বাড়িতেই প্রয়াত হন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। দীর্ঘ কয়েক বছর অসুস্থ ছিলেন, বাড়িতেই তার চিকিৎসা চলত। রাজনীতি থেকে একরকম অবসরই নিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। লিখেছেন **ফৈয়াজ আহমেদ।**

পশ্চিমবঙ্গের ১১ বছরের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জন্ম উত্তর কলকাতায়। ১ মার্চ, ১৯৪৪। তার পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ছিল বাংলাদেশে। উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর এলাকায় শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয় থেকে পাশ করে তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। তারা চাচা ছিলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। তবে শুরুতে ছাত্র রাজনীতির মূলস্রোতে ততটা সম্পৃক্ত ছিলেন না। কাবাডি খেলতেন, খেলতেন ক্রিকেটও। চোখের সমস্যার জন্য তাকে ক্রিকেট খেলা ছাড়তে হয়। কিন্তু ক্রিকেট নিয়ে রোম্যান্টিসিজ়ম তাকে ছেড়ে যায়নি।

সৌরভ গাঙ্গুলির সঙ্গে তার সখ্যের অন্যতম কারণ ছিল ক্রিকেট। সেটি ক্রিকেট রোম্যান্টিক বুদ্ধদেব। আর যে বুদ্ধদেব বঙ্গ ক্রিকেটকে 'অশুভ শক্তি'র হাত থেকে মুক্ত করতে চেয়ে কার্যত প্রকাশ্যেই সিএবি-র নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন জগমোহন ডালমিয়ার সঙ্গে।

বামপন্থী পরিবারে বেড়ে ওঠার সংস্কৃতি বুদ্ধদেবের উপর প্রগাঢ় প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের পর ১৯৬৪ সালে সিপিআই (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি) ভেঙে সিপিএম বা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) তৈরি হয়। এর দুই বছর পর ১৯৬৬ সালে বুদ্ধদেব সিপিএমের সদস্য হন। তার আগে পর্যন্ত তিনি বাম-মনস্ক একজন ছাত্র ছিলেন, সাহিত্যের নানা ধারায় যার বিচরণ। দলে যোগ দেওয়ার পরও মূলত দলীয় পত্রপত্রিকা সম্পাদনা এবং লেখালিখির দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি।

সশস্ত্র সংগ্রাম এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রশ্নে একবার বাম ছাত্র রাজনীতিতে বড় ভাঙন দেখা দেয়। শৈবাল মিত্র-আজিজুল হকের মতো নেতারা যখন পা বাড়াচ্ছেন ভিন্ন দিকে, তখনই বুদ্ধদেবের উত্থান। যুব আন্দোলনের প্রাথমিক সংগঠক হিসেবে যাত্রা শুরু তার।

সিপিএমের যুব সংগঠনটির তখন সূচনালগ্ন।

ষাটের দশকের শেষদিকে প্রাদেশিক গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (ডিওয়াইএফ)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক হন বুদ্ধদেব। খাদ্য আন্দোলনে অংশ নেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রচারেও সক্রিয় ছিলেন তিনি। সত্তরের দশকে মূলত কলকাতা জুড়েই তিনি সংগঠন শক্তিশালী করার কাজে ব্রতী হন। দলের প্রয়োজনে গ্রামবাংলায় বক্তৃতা করতে গেলেও সে সময় তার কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়েছিল শহর কলকাতা জুড়ে। বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের বৃত্তে যাতায়াতে স্বচ্ছন্দ ছিলেন তিনি।

বুদ্ধদেব সিপিএমের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য হন সত্তরের দশকের গোড়ায়। ১৯৭৭ সালে কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রথম নির্বাচনে জেতেন। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মন্ত্রিসভায় তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের দায়িত্ব পালন করেন। এটি পরে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর নামে পরিচিত হয়। ১৯৮২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হন বুদ্ধদেব। পরে ১৯৮৭ সালে যাদবপুর কেন্দ্র থেকে জিতে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হন। সেই থেকেই তাঁর কেন্দ্র যাদবপুর। যে কেন্দ্র ২০১১ সালে তাকে বিমুখ করেছিল। তখন রাজ্যে পালাবদলের পালা।

নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় জ্যোতি বসুর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন বুদ্ধদেব। শোনা যায়, তৎকালীন তথ্য ও সংস্কৃতি সচিবের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছিল তাঁর। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সেই সচিবের পক্ষ নেওয়ায় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব মন্ত্রিসভা ছেড়ে চলে এসেছিলেন। শোনা গিয়েছিল, তিনি নাকি বলেছিলেন, ''চোরেদের মন্ত্রিসভায় থাকব না।'' কিন্তু তার কোনও সমর্থন কোনও তরফেই মেলেনি। বুদ্ধদেবের মন্ত্রিত্ব-ত্যাগ নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি আবার মন্ত্রিসভায় ফিরে যান। ওই ঘটনাপ্রবাহের কাছাকাছি সময়ে তিনি একটি নাটক লিখেছিলেন 'সময়, অসময়, দুঃসময়'। সেটি নিয়েও কম চর্চা হয়নি। অনেকেই চেয়েছিলেন, তার রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে নাটকটির শিরোনামকে মিলিয়ে দিতে। তবে নাটকের বিষয় একেবারেই তা ছিল না।

তথ্য সংস্কৃতির পাশাপাশি বুদ্ধদেব স্বরাষ্ট্র দপ্তরেরও দায়িত্ব সামলেছেন জ্যোতি বসুর মন্ত্রিসভায়। ১৯৮৪ সাল থেকে বুদ্ধদেব সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য। ১৯৮৫ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে জ্যোতি বসুর সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী হন। পলিটব্যুরোর সদস্য হন ২০০০ সালে। সে বছরই জ্যোতিবাবু অবসর নেওয়ার পর ৬ নভেম্বর বুদ্ধদেব পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসেন। ২০১১ পর্যন্ত তিনি ওই পদে ছিলেন।

২০০১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পালে হাওয়া' ছিল বলে অনেকেই মনে করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বুদ্ধদেবের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। পরের বার, অর্থাৎ ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ২৯৪-এর মধ্যে ২৩৫টি আসনে জেতে বামফ্রন্ট। ফের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

শিল্পায়নের অভিমুখে রাজ্যকে এনে ফেলতে সেদিনই তিনি সিঙ্গুরে টাটা গোষ্ঠীর এক লাখ টাকার গাড়ি কারখানার প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তার কিছু দিনের মধ্যে সিঙ্গুরে জমি পরিদর্শনে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিরোধিতার মুখে পড়েন টাটার প্রতিনিধিরা। এ নিয়ে বিধানসভায় তৃণমূল সরব হওয়ায় সেই সময়ে বুদ্ধবাবুর 'আমরা ২৩৫, ওরা ৩০! কী করবে ওরা' মন্তব্য নিয়ে কম শোরগোল হয়নি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সিঙ্গুরে টাটাদের গাড়ি কারখানা হয়নি। মমতা-সহ বিরোধীদের বিরোধিতার মুখে পড়ে রতন টাটা সিঙ্গুর থেকে প্রকল্প গুটিয়ে নেওয়ার ঘোষণা করেন।

রাজ্যকে শিল্পায়নের সরণিতে দ্রুত এনে ফেলতে চেয়েছিলেন বুদ্ধদেব। কিন্তু সিঙ্গুরে এবং নন্দীগ্রামে 'জোর করে' কৃষিজমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক জটিলতা চরমে উঠেছিল। সেই সময় তার সরকারের স্লোগান ছিল, 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'।

২০০৭ সালের ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামে গুলি চালায় পুলিশ। সংঘর্ষে নিহত হন ১৪ জন গ্রামবাসী। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্ব থেকেই বিতর্ক তাড়া করতে শুরু করেছিল বুদ্ধদেবকে। কোথাও কোথাও প্রশাসনিক রাশ আলগা হওয়াও চোখে পড়ছিল।

২০০৬ সালের বিধানসভা ভোটে একতরফা ফলের দু'বছরের মধ্যে, ২০০৮-এর পঞ্চায়েত ভোটে খানিকটা ধাক্কা খায় বামফ্রন্ট। পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ দখল করে বিরোধী তৃণমূল। উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়ায় বামফ্রন্ট জিতলেও তৃণমূল ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলেছিল ধাক্কা আরও বৃহদাকার ধারণ করে ২০০৯ লোকসভা ভোটে। ৪২টি আসনের মধ্যে ২৭টিতে হেরে যায় বুদ্ধদেবের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট। ১৯টি আসন জেতে বিরোধী তৃণমূল। তাদের সমর্থনে আরও একটি আসনে জেতে এসইউসি। তখন থেকেই রাজ্যের পরিস্থিতির উপর রাশ হারাতে শুরু করে বুদ্ধদেবের প্রশাসন। তার দলের নিচুতলার কর্মী এবং সমর্থকদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় দলবদলের হিড়িক।

বামফ্রন্টের রক্তক্ষরণ অব্যাহত ছিল। ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্য রাজনীতিতে বড় পটপরিবর্তন ঘটে। বুদ্ধদেবের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টকে হারিয়ে দেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস-তৃণমূল জোট। অবসান হয় দীর্ঘ সাড়ে ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের। রাজভবনে নতুন মুখ্যমন্ত্রী মমতার শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন বুদ্ধদেব। সুভদ্র রাজনীতিক সেই আমন্ত্রণ ফেরাননি।

ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর সিপিএমের অন্দরে দলিল পেশ করে বুদ্ধদেব বলেন, শিল্পায়নের পথে এগোনোর জন্য তার সরকারের নীতি ছিল সঠিক। শিল্পের জন্য জমি নেওয়াও ছিল সময়ের দাবি। তার বক্তব্য ছিল, এই অনিবার্য প্রক্রিয়ার মাঝে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনা 'ব্যতিক্রম'। দুই ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক স্তরে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়েছিল। ব্যতিক্রম থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথাও বলেন তিনি। ব্যতিক্রমের জন্য শিল্পায়নের পথ থেকে সরা যায় না বলেই তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

নন্দীগ্রামে গুলিচালনায় গ্রামবাসীদের মৃত্যুর ঘটনা বুদ্ধদেবের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন, ওই ঘটনার জন্য তিনিই 'দায়ী'। ২০১৩ সালে এক সাক্ষাৎকারে নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলি চালানোর জন্য ভুল স্বীকার করে দুঃখপ্রকাশও করেছিলেন বুদ্ধদেব।

বুদ্ধদেবের পেশ করা এক দলিলে 'জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গে' এবং 'সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে ব্যতিক্রম' শীর্ষক দু'টি অধ্যায় ছিল। যেখানে বলা হয়েছিল, ''নতুন শিল্পের জন্য জমি প্রয়োজন। আমাদের রাজ্যে অকৃষি খালি জমি পাওয়া দুষ্কর। পরিকল্পনা করে এই জমিগুলি নির্দিষ্ট করতে হয়।' তিনি লিখেছিলেন, 'সরকারি পরিকল্পনা যতই বাস্তবসম্মত হোক, মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করে পরিকাঠামো ও শিল্পের জমি ব্যবহারে দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে।' কিন্তু তার শিল্পায়নমুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে সায় দেয়নি রাজ্যের মানুষ। জমি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মমতা নিজের রাজনৈতিক জমি তৈরি করছিলেন দুর্বার বেগে। নিজের মধ্যে পরিবর্তন এবং দলের ভিতরে পরিবর্তন আনতে চেয়ে খানিকটা একলা হয়ে পড়েছিলেন বুদ্ধদেব। দলের শ্রমিক ইউনিয়ন সিটুর জঙ্গি ভূমিকার বদল, বন্ধ-অবরোধের রাজনীতি থেকে সরে আসা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দলেরই একাংশের তোপে পড়েছিলেন তিনি। তার বিরুদ্ধে দলের প্রবীণতম নেতা জ্যোতি বসুর কাছে অনুযোগও যেতে শুরু করেছিল নিয়মিত ভাবে।

২০১১-র নির্বাচনে হারের পর থেকেই বুদ্ধদেবের শরীর ভাঙতে শুরু করে। দলীয় কাজকর্ম থেকেও ক্রমশ অব্যাহতি নিয়ে নেন তিনি। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরেও দু'বেলা আলিমুদ্দিনের দলীয় দফতরে আসতেন মূলত পড়াশোনা করার জন্য। ধীরে ধীরে সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। শ্বাসকষ্টের পুরনো সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। একাধিক বার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। বাড়িতেও চলে পর্যবেক্ষণ।

সিওপিডি-র সমস্যার জন্য ২০১০ সাল থেকে বিমানে উঠতে পারতেন না। দলের পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য থাকার সময়ে সেই কারণেই বাইরের রাজ্যে বৈঠকে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বুদ্ধদেবের। অক্সিজেন সিলিন্ডার তাঁর সর্ব ক্ষণের সঙ্গী হয়ে পড়েছিল। শেষ বার তাঁকে জনসমক্ষে দেখা গিয়েছিল ২০১৯ সালে বামফ্রন্টের ব্রিগেড সমাবেশে। কিন্তু ধুলোবালির প্রকোপে গাড়ি থেকেও নামতে পারেননি।

ক্রমশই শরীর ভাঙছিল তার। পাম অ্যাভিনিউয়ের ছোট্ট দুই ঘরের সরকারি ফ্ল্যাটই তার বরাবরের নিবাস হয়ে থেকেছে। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেও সেই ঠিকানা ছাড়তে চাননি। ঘনিষ্ঠেরা জোর করেছেন। নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্তরা অনুরোধ করেছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব রাজি হননি।

শেষের দিকে দৃষ্টিশক্তি কমে আসে বুদ্ধদেবের। পড়াশোনা করতে পারতেন না। দৃষ্টিশক্তি প্রায় চলে যাওয়ার কারণে শেষ বইটি নিজে হাতে লিখতেও পারেননি।

সাহিত্যপ্রেমী বুদ্ধদেব বহু নাটক, প্রবন্ধ লিখেছেন। বিদেশি কবি-লেখকদের লেখা অনুবাদও করেছেন। তার লেখা বই 'স্বর্গের নিচে মহাবিশৃঙ্খলা'য় সমালোচনা করেছিলেন বর্তমান চিনের নীতিরও। আশির দশকের শুরুতে প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে চিনে গিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। বইয়ের উপসংহারে সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে। দেশ-বিদেশের একাধিক প্রথম সারির সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সখ্য ছিল। ব্যক্তিগত বোঝাপড়া ছিল বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের শীর্ষনেতাদের সঙ্গেও।

২০২২ সালে বুদ্ধবাবুকে পদ্মভূষণ সম্মানের জন্য মনোনীত করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। প্রশাসক বুদ্ধদেবকে নিয়ে নানা বিতর্ক সত্ত্বেও শুধু বাম কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেই নয়, বুদ্ধদেবের জনপ্রিয়তা আমজনতাকেও ছুঁয়ে গিয়েছে বারংবার। তার সোজাসাপটা জীবন, পাম অ্যাভিনিয়ের সাধারণ ফ্ল্যাটের যাপন এসেছে চর্চার কেন্দ্রে।

লেখক: সহকারী সম্পাদক (আপনজন পত্রিকা)

মো. তৌহিদ হোসেন

মধ্যপ্রাচ্যে কি নতুন করে যুদ্ধের দামামা বাজছে

এক মাস ধরে দেশে চলমান প্রবল আন্দোলন-বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর আর কোথায় কী ঘটছে, তা থেকে সংগত কারণেই আমাদের মনোযোগ প্রায় পুরোপুরি সরে এসেছে। এমনকি তিন মাস পর অনুষ্ঠেয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বা গাজায় গণহত্যাও আমাদের বিবেচনার বাইরে চলে গেছে। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে তো কোনো কথাই নেই।

তাই বলে পৃথিবী কিন্তু স্থির হয়ে বসে নেই। অনেক কিছুই ঘটছে দুনিয়াজুড়ে। গত সপ্তাহে এমন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে মধ্যপ্রাচ্যে।

২০২৪ সালের ২৭ জুলাই অধিকৃত গোলান মালভূমির একটি দ্রুজ গ্রামে খেলার মাঠে এক বিস্ফোরণে ১২ জন ইসরায়েলি নাগরিক নিহত হন। ইসরায়েল এ জন্য লেবাননের হিজবুল্লাহকে অভিযুক্ত করে। তবে হিজবুল্লাহ দাবি করে এটা তাদের কাজ নয়। প্রতিশোধ হিসেবে ইসরায়েল বৈরুতের এক ঘনবসতি এলাকায় একটি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করে। এই হামলায় কিছু বেসামরিক ব্যক্তিদের পাশাপাশি হিজবুল্লাহর সামরিক কমান্ডার ফুয়াদ শুকুর নিহত হন।

তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে তেহরানে। ইরানের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তেহরান গিয়েছিলেন হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়া। যে বাড়িতে রাত কাটিয়েছিলেন তিনি, জোরালো বিস্ফোরণে সে বাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং হানিয়া নিহত হন। হানিয়ার মৃত্যু নিয়ে ইসরায়েল জবাবে কোনো কথা বলেনি। কিন্তু সবাই জানে এটা তাদেরই কাজ।

মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশ এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে এবং এর ফলে আঞ্চলিক উত্তেজনা বৃদ্ধির আশঙ্কা ব্যক্ত করে। এ ক্ষেত্রে কাতারের প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র। এই হত্যাকাণ্ডকে কাতার জঘন্য অপরাধ এবং ইসরায়েলের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ বলে বর্ণনা করে। হানিয়া কাতারে আশ্রিত ছিলেন এবং ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল।

মিসর ও জর্ডান এক যৌথ বিবৃতিতে হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানায়। কুয়েত ও ইরাক হানিয়া হত্যার নিন্দা জানিয়েছে। বাহরাইন, আমিরাত ও ওমানের প্রতিক্রিয়া ছিল অনেক হালকা।

এ অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ সৌদি আরব এ নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। হানিয়ার ইরান সংযোগের কারণে তাঁর প্রতি সৌদি মনোভাব বরাবরই বিরূপ ছিল। আরব ভূমির বাইরে রাশিয়া ও চীন আর সেই সঙ্গে পাকিস্তান হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়েছে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান এই হত্যাকাণ্ডকে একটি ঘৃণ্য কাজ বলে তীব্র নিন্দা করেছেন।

এই দুটি হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে পশ্চিমের প্রতিক্রিয়া হয়েছে অনেকটা প্রত্যাশিত লাইনেই।

যুক্তরাষ্ট্র প্রথমেই বলেছে এতে তারা অংশ নেয়নি এবং এ বিষয়ে তারা অবগতও ছিল না। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, ইসমাইল হানিয়ার হত্যাকাণ্ড গাজায় যুদ্ধবিরতি অর্জনের জন্য সহায়ক হবে না। ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের অনেকটা 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' অবস্থা। নির্বাচনে জিততে হলে ব্যাটলগ্রাউন্ড স্টেটগুলোতে তাঁর আরব–মুসলিম ভোটগুলো লাগবে। আমি এক পর্যালোচনায় দেখিয়েছিলাম, যে এই আরব মুসলিম ভোটাররা যদি ২০২০ সালে শুধু ভোটকেন্দ্রে না গিয়ে ঘরে বসে থাকতেন, বাইডেনের পক্ষে ট্রাম্পকে পরাজিত করা সম্ভব হতো না। গাজা গণহত্যায়

ইসরায়েলকে অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সহযোগিতা করে এই সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হয়েছিলেন বাইডেন। সম্ভবত এর গুরুত্ব অনুধাবন করেই হ্যারিস তাঁদের ক্ষোভ প্রশমনে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থনে খানিকটা নমনীয়তা নিয়ে আসেন এবং কংগ্রেসে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় অনুপস্থিত থাকেন। তবে ভুলে গেলে চলবে না যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিততে হলে ইহুদি লবিকে অসন্তুষ্ট করা চলবে না। তাই এই দুটি হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে কমলা হ্যারিস খুব সাবধানে শব্দ চয়ন করেছেন। হিজবুল্লাহ নেতার মৃত্যুর ব্যাপারে তিনি বলেছেন, সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষার অধিকার ইসরায়েলের আছে। তবে সঙ্গে যোগ করেছেন, আমাদের অবশ্যই এসব আক্রমণ বন্ধের জন্য কূটনৈতিক পর্যায়ে কাজ করতে হবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক প্রধান জোসেপ বোরেল হত্যাকাণ্ডের ওপর কোনো সরাসরি মন্তব্য না করে বরং গুরুত্ব দিয়েছেন উত্তেজনা হ্রাস এবং সংঘাত যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, তার ওপর। সব পক্ষকে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে ইইউ। জার্মানির বিষয়টা বোঝা যায়। ইহুদি নিধনে তাদের পূর্ব ভূমিকার কারণে তারা ইসরায়েলের ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং কখনো কোনো মন্তব্যকে ইসরায়েলবিরোধী বলে কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা না যায়, সে ব্যাপারে তারা খুবই সাবধান। জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, এ মুহূর্তে উত্তেজনা নিরসনে আমাদের সবকিছু করতে হবে, যাতে গাজায় যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মি উদ্ধারের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে না যায়।

সবশেষে যে দেশটির প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সে প্রসঙ্গে আসছি। হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে ইরানে এবং হত্যা করা হয়েছে যাঁকে, তিনি ছিলেন ইরান সরকারের অতিথি। ইরান স্পষ্ট করে বলেছে যে এই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘিত হয়েছে এবং তারা এর প্রতিশোধ নেবে। সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ইসরায়েলের অভ্যন্তরে আঘাত হানার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে কিছুদিন আগে তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান গাজা গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে ইসরায়েলের অভ্যন্তরে আঘাতের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু অবশ্য উত্তর দিয়েছিলেন যে সে ক্ষেত্রে তাঁকে সাদ্দাম হোসেনের ভাগ্য বরণ করতে হবে।

মধ্যপ্রাচ্যে কি তাহলে একটি ব্যাপক সংঘাতের সম্ভাবনা সৃষ্টি হলো? আর যদি তা–ই হয়, সে ক্ষেত্রে ইসরায়েল ও ইরানের বাইরে কারাইবা এতে সরাসরি জড়িত হতে পারে? নেতানিয়াহু বলেছেন, ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী সম্ভাব্য ইরানি আক্রমণের জন্য উচ্চ প্রস্তুতিতে আছে এবং যেকোনো দিক থেকে আক্রমণ এলে আক্রমণকারীকে বড় মূল্য দিতে হবে। ইরানের প্রতিশোধমূলক আক্রমণের টার্গেট হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রও। কিন্তু তার ধরন কেমন হবে, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

এই আক্রমণ কি ১৩ এপ্রিলের মতো মুখ রক্ষার আক্রমণ হবে, যা ইরান করেছিল সিরিয়ায় ইরানি কনস্যুলেটে ইসরায়েলি আঘাতের পর? নাকি প্রকৃতই একটি ব্যাপক আক্রমণ হবে ইসরায়েলের উল্লেখযোগ্য ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে? যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্টতই এমন একটি যুদ্ধ এখন চাচ্ছে না। কিন্তু যদি এমন কিছু ঘটেই, তাহলে তারা অবশ্যই ইসরায়েলের পক্ষে শক্ত অবস্থান নেবে। পেন্টাগন ও যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড সে জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরে সব মার্কিন সামরিক সম্পদকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

পক্ষান্তরে ইরানের পক্ষে থাকতে পারে কারা? কোনো আরব দেশ তা করবে না, এটা ধরেই নেওয়া যায়। তুরস্কও যুদ্ধে জড়াবে বলে মনে হয় না। ইরানের পক্ষে আছে লেবাননে হিজবুল্লাহ, ইয়েমেনে হুথিরা আর ইরাকে ইরানপন্থী মিলিশিয়ারা। আর আছে সিরিয়া, যেখানে বাশার–আল আসাদ নিজেই আছেন বেকায়দায়। যুদ্ধ প্রলম্বিত হলে ইরান হয়তো কিছু সহায়তা পেতে পারে চীন থেকে। রাশিয়া নিজেই ড্রোনের জন্য ইরানের মুখাপেক্ষী। সবদিক বিবেচনায় দীর্ঘমেয়াদি 'আল আউট' যুদ্ধের সম্ভাবনা খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না। ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র মিলিয়ে ইরান একটা আক্রমণ পরিচালনা করবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে, যার ব্যাপকতা বা ক্ষতি হয়তো ১৩ এপ্রিলের চেয়ে কিছু বেশি হবে। বড় কোনো ক্ষতি না হলে যুক্তরাষ্ট্র এবং আরব দেশগুলো আর উত্তেজনা না বাড়াতে ইসরায়েলকে হয়তো রাজি করাতে পারবে। সমস্যা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং ব্যর্থতা ও দুর্নীতি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রয়োজন একটা চিরস্থায়ী যুদ্ধাবস্থা।

মো. তৌহিদ হোসেন সাবেক পররাষ্ট্রসচিব

সৌ: প্র: আ:

প্রথম নজর

ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত তৃণমূল নেতার পরিবার পেল সরকারি চাকরি

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: ধর্মতলায় তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ যাওয়ার পথে ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন করণদিঘীর তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি আইনাল হক। সেই মর্মান্তিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার, আইনাল হকের ছোট ছেলে কামরুদ্দীনকে করণদিঘী পঞ্চায়েত অফিসে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিয়ে, শোকস্তব্ধ পরিবারে আশা ও সমর্থনের আলো জ্বালালেন বিধায়ক গৌতম পাল ও অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘী বিধানসভার অন্তর্গত আলতাপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি আইনাল হকের অকালমৃত্যুর পর তার পরিবারকে সহায়তা হিসেবে তার ছোট ছেলে কামরুদ্দীনকে করণদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে গ্রুপ ডি বিভাগের পঞ্চায়েত দপ্তরের চাকরির নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এই নিয়োগপত্রটি তুলে দেন করণদিঘী বিধানসভার বিধায়ক গৌতম পাল, বিডিও জয়ন্তী দেবব্রত চৌধুরী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির প্রতিনিধি মোহসেন আজম ও ১৩ নম্বর জেলা পরিষদের সদস্য আবদুর রহিম। আইনাল হকের মৃত্যুতে তার পরিবার গভীর শোকে আচ্ছন্ন, তবে বিধায়ক গৌতম পাল ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কামরুদ্দীনকে সরকারি চাকরির মাধ্যমে তার পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল করতে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা একটি মানবিক উদ্যোগ হিসেবে প্রশংসিত হচ্ছে। কামরুদ্দীন বলেন, বাবার মৃত্যুর পর আমাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিধায়ক ও মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাই। এই চাকরিটি আমাদের পরিবারের জন্য একটি বড় সহায়তা। বিধায়ক গৌতম পাল জানান, এটি মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আইনাল হকের পরিবারের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালনের অংশ।”

চাঁদা ও পঞ্চগ্রামের মধ্যে ভাঙা সেতুতে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লকে বাসুল ডাঙ্গা অঞ্চলে চাঁদা ও পঞ্চগ্রাম মৌজার মধ্যে কংক্রিট সেতুর স্লাব এক সাইটে ভেঙে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এতে খাল পারাপারে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে স্কুল পড়ুয়া ও এলাকাবাসী। ভাঙা কংক্রিট সেতু থেকে পড়ে কয়েকজন পথচারী ও স্কুল শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। সরেজমিনে দেখা যায়,বর্তমানে কংক্রিট সেতুর এক সাইট ধসে পড়ে অনেক জায়গা ফাঁকা হয়ে গেছে। ফলে কোনরকম জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেতু পার হতে হয়। নড়বড়ে হয়ে যাওয়ায় মানুষ উঠলে সেতুটি দুলতে থাকে। স্থানীয়রা জানান, সেতুটি দ্রুত সংস্কার না করলে যেকোনো সময় ধসে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।এ সেতু দিয়ে চাঁদা ,কবিরা ,মোরুই বেরিয়া সহ আরো বহু গ্রামের মানুষ এবং লস্কর পাড়া সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয়, পঞ্চগ্রাম প্রমথনাথ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ চলাচল করে। কংক্রিট সেতুটির সিমেন্টের স্লাবগুলো ধসে খালে পড়ে যাওয়ায় অনেক জায়গা ফাঁকা হয়ে গেছে। পঞ্চগ্রাম হসপিটাল ও উচ্চ বিদ্যালয়ে যাতায়াতের একমাত্র সহজ মাধ্যম এ কংক্রিট সেতু। এলাকার বাসিন্দা আরো বলেন, কয়েক বছর আগে সেতুটির অনেক স্লাব ভেঙে গেলেও কোনো ধরনের মেরামত করা হচ্ছে না। কয়েক মাস আগে ইমারজেন্সি চলার জন্য এলাকাবাসী ভাঙা স্লাব জোড়াতালি দিয়ে চলাচলের ব্যবস্থা করে ছিল। বর্তমানে এই কংক্রিট সেতুটির জরাজীর্ণ হয়ে যাওয়ায় এই বর্ষায় জলের স্রোত বয়ে যাওয়ার জন্য ভেঙ্গে পড়ে। ঝুঁকি নিয়ে আমাদের পারাপার হতে হচ্ছে।এই কংক্রিট সেতুটি সংস্কার কিংবা পুনর্নির্মাণ করা হলে এলাকার মানুষের অনেকটা দুর্ভোগ লাঘব হবে। দ্রুত সংস্কার বা পুনর্নির্মাণ করা প্রয়োজন। তা না হলে যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ওই সাঁকো দিয়ে এলাকার শত শত মানুষ চলাচল করে। এখানে নতুন করে কংক্রিট সেতু নির্মাণ করা হলে সহজে কৃষকরা উৎপাদিত পণ্য পরিবহন করতে পারবেন। পাশাপাশি স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরাও নিরাপদে খাল পার হতে পারবে।

ডেঙ্গি বিজয় অভিযান

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: উলুবেড়িয়া শহরকে নির্মল পৌরসভার করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ডেঙ্গু বিজয় অভিযানের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল উলুবেড়িয়ার রবীন্দ্র ভবনে। উল্লেখ্য,মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দিয়েছে। তাই ডেঙ্গু মোকাবিলায় পুরসভার

স্বাস্থ্যকর্মীরা শহরের ৩২ টি ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা করছেন।

প্রায় ১৪ বছর পর মাদ্রাসা সার্ভিসের গ্রুপ ডি নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু, উত্তীর্ণ হলেও বেঁচে নেই আবদুর রহমান

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: ২০১০ সালে মাদ্রাসাগুলিতে গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগের জন্য প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় বসেছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির বাসিন্দা মির্জা আব্দুর রহমান বেগ । প্রিলিমিনারিতে সফল হয়ে ২০১১ সালে লিখিত পরীক্ষায়ও বসেন তিনি। তার পর প্রায় ১৪ বছর কেটে গেলেও আজ পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল না। ইতিমধ্যেই অকাল মৃত্যুতে পরকালে পাড়ি দিয়েছেন মেধাবী শিক্ষার্থী মির্জা আব্দুর রহমান বেগ। রাজ্যের শিক্ষা মানচিত্রে এমন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাকে নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি এবং সরকারি উদাসীনতার দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ বলে মনে করছে শিক্ষানুরাগীরা।

আব্দুর রহমানের ভাই মির্জা আর কে বেগ আপনজন প্রতিনিধিকে জানান, ‘আমরা তিন ভাই এবং ভাবি মাদ্রাসার গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় বসে ছিলাম, সকলেই পাশ করি, পরবর্তীতে ২০১১ সালে লিখিত পরীক্ষায়ও দেই। তবে চূড়ান্ত রেজাল্ট বের হওয়ার আগেই ২০১৫ সালে ব্রেইন টিউমারে দাদা মির্জা আব্দুর রহমান বেগের মৃত্যু হয়। এক ছেলে এক মেয়ে এবং স্ত্রীকে রেখে দাদা পরকালের পাড়ি দেন।’ সম্প্রতি হাইকোর্টের নির্দেশে নিয়োগের ক্ষেত্রে তৎপরতা গ্রহণ করেছে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন, বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই ভেঙে পড়েছে আব্দুর রহমানের পরিবার, পরিবারের কথায় সঠিক সময় নিয়োগ হলে, হয়তো এ দুর্ঘটনা ঘটতো না, এত বছর পর নিয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি হলেও আজ আর মির্জা আব্দুর রহমান বেগ বেচে নেই। ভাই আর কে বেগ আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, ‘সরকারি নিয়োগ দীর্ঘদিন বন্ধ, প্রচুর শূন্য পদ থাকলেও নিয়োগ বন্ধ, সরকার দিশেহারা। সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি, এই সরকারের কাছে আমরা এটা আশা করিনি, সরকারের সদিচ্ছা নেই, সরকারি গাফিলতির শিকার হয়েছে আমার দাদা, স্বাভাবিকভাবেই আমরা ভেঙে পড়েছি।’

নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিজ্ঞপ্তি

মির্জা আব্দুর রহমান বেগ

আব্দুর রহমানের ডেথ সার্টিফিকেট

উল্লেখ্য এসএসসি থেকে মাদ্রাসা, নিয়োগের জট আর কাটছে না রাজ্যে । একবছর বা দুবছর নয় । টানা প্রায় চৌদ্দ বছর অপ্রকাশিত মাদ্রাসা গ্রুপ-ডি পদের রেজাল্ট। কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও দায়ের চাকরিপ্রার্থীদের পক্ষ থেকে। শুনানি চলাকালীন মাদ্রাসা বোর্ডের তরফ থেকে ফের পরীক্ষা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল । তা খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট । সম্প্রতি বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ ওই পরীক্ষার ফলাফল তিন মাসের মধ্য প্রকাশের পাশাপাশি ২ লক্ষ টাকা জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনকে । ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে মাদ্রাসাগুলিতে গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগের জন্য প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয় । পরীক্ষায় বসেন প্রায় পাঁচ লক্ষ ছেলে মেয়ে। তার পরের বছর অর্থাৎ ২০১১ সালের মার্চ মাসে সফল ৯৮৫৫৫ জনের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয় ওই চাকরিপ্রার্থীদের । তার পর প্রায় ১৪ বছর কেটে গেলেও আজ পর্যন্ত ঠিক করে ফল জানতে পারেননি পরীক্ষার্থীরা । প্রথমে পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় ফল প্রকাশ বন্ধ রাখা হয়েছিল । পরে এই নিয়ে অনেক মামলা হয় আদালতে । বিচারাধীন বিষয় হওয়ায় মামলাগুলির নিষ্পত্তির আগে ফল প্রকাশ করা যাচ্ছিল না। বন্ধ ছিল নিয়োগ প্রক্রিয়াও।

২০১০ সালে বাম আমলে মাদ্রাসার গ্রুপ-ডি পদে কর্মী নিয়োগের পরীক্ষা হয় । জানানো হয়, ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ৩০০০ কর্মী নিয়োগ করা হবে। সিংহভাগ পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, ‘ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন ইচ্ছাকৃত গড়িমসি করছে নিয়োগ ব্যাপারে’।

মামলাকারীরা ডিভিশন বেঞ্চকে জানিয়েছেন, -‘২০১৯ সালে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার সিঙ্গেল বেঞ্চ ওই শূন্যপদ ১৪ দিনের মধ্যে পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন।

পরের বছর অর্থাৎ ২০২০ সালে সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশ বহাল রাখে ডিভিশন বেঞ্চ । কিন্তু তারপরেও নিয়োগ হয়নি । সেই সময় মারণ ভাইরাস করোনা পরিস্থিতির কারণে নির্দেশ কার্যকর করার জন্য আদালতের কাছে ছ’মাস সময় চেয়েছিল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন । সেই ছ’মাস পেরিয়ে গেলে কোভিডের কারণ দেখিয়েই আরও ছ’মাস সময় নেওয়া হয় । এভাবে বেশ কয়েকবার সময় নিয়েও তিন হাজার গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগ করতে পারেনি মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন ।

কমিশনের পক্ষ থেকে ১লা আগস্ট বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে আগামী ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট 1st SLST(NT) Group-D পরীক্ষার নিয়োগ পদ্ধতি সমাপ্ত করতে চলেছে, যদিও মেইন পরীক্ষায় সফলদের পাঁচ নম্বরের ইন্টারভিউ বাকি রয়েছে । ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সকল প্রার্থী, যাঁদের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর (জেলাভিত্তিক, বর্ণানুক্রমিকভাবে) পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন এর ওয়েবসাইট: www.wbmsc.com-এ বিজ্ঞপ্তি আকারে দেওয়া রয়েছে, তাঁরা যেন অবশ্যই ০২.০৮.২০২৪ তারিখ থেকে ০৯.০৮.২০২৪ তারিখ, (শুক্রবার) রাত্রি ১১টা ৫৯ মিনিট এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন এর ওয়েবসাইট www.wbmsc.com -এ, ‘Online Updation Portal of 1st SLST(NT)-Group-D’-এ নিজের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও ইংরেজি জন্মতারিখ দিয়ে লগইন করে ১. Email Id, ২. মোবাইল নম্বর, ৩. হোয়াটস্যাপ নম্বর, ৪. আধার নম্বর, ৫. যোগাযোগের জন্য বর্তমান ঠিকানা, এবং ৬. আধার কার্ড Update/Upload করেন। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের তরফে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ায় কিছুটা হলেও আশার আলো দেখছেন কয়েক হাজার চাকরিপ্রার্থী, এখন দেখার শেষ পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় কিনা।

এমএসসির উদাসীনতা চাকরি বঞ্চিত করছে: কামাল হোসেন

আপনজন ডেস্ক: চাকরি পাওয়ার আগেই মৃত মির্জা আব্দুর রহমান বেগ সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ কামাল হোসেন বলেন, ‘চাকরিপ্রার্থী মির্জা আব্দুর রহমান বেগ মারা গেলেন। সঠিক সময়ে নিয়োগ হলে বেশ কয়েক বছর চাকরি করতে পারতেন, পাশাপাশি চাকরি করতে করতে মারা গেলে পরিবারেরও চাকরি সুনিশ্চিত হতে পারতো, সবকিছু থেকে তারা বঞ্চিত হল। এর দায়ভার কে নেবে ? এর দায়ভার সংখ্যালঘু দপ্তরকেই নিতে হবে, কারণ মাদ্রাসা বিভাগটির সংখ্যালঘু দপ্তরেরই অংশ।’ মাদ্রাসাগুলিতে গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগের জন্য ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে হওয়া প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফল হওয়া ৯৮ হজার ৫৫৫ জন চাকরিপ্রার্থী সরকারের উদাসীনতায় আইনি জটিলতার কারণে এতগুলো বছর হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে মনে করছেন কামাল হোসেন। সংখ্যালঘুদের প্রতি কেন এত উদাসীনতা সে বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনকে টার্গেট করে প্রশ্ন তোলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কামাল হোসেন। বলেন, দুর্নীতি না থাকলে সঠিক সময়ে ফল প্রকাশ এবং নিয়োগে কেন এত দেরি হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাঁকে টেলিফোনে পাওয়া যায়নি।

বর্ধমানের জামাই মোহাম্মদ ইউনুস এখন বাংলাদেশের নয়া ‘প্রধানমন্ত্রী’

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমানের জামাই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন । বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনার স্থলাভিষিক্ত হলেন । পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ ইউনুস । বাংলাদেশের এক কঠিন সময়ে পলাতক বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হাসিনার জায়গায় বসলেন বিশ্ব বিজয়ী প্রফেসর ইউনুস । সারা পৃথিবী থেকে তিনি এত সম্মান পেয়েছেন তার জায়গায় এরকম ব্যক্তি খুব কমই আছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি সম্মান নোবেল পুরস্কার, আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড, মার্কিন কংগ্রেশনাল অ্যাওয়ার্ড সহ ১২৪টির বেশি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংক ও ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সারা বিশ্বের দরিদ্র মানুষদের দিশা দেখিয়েছেন। জীবনে চলার পথে কারো কাছে মাথা নুয়ান নি । এইজন্য তিনি বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনার বিরাগ ভাজন হন। হাসিনা তাকে জেলে পাঠাতে কুণ্ঠিত বোধ করেননি। তিনি জেল খেটে এসে বলেছিলেন যে বিনা অপরাধে যে জেল খাটলেন সেই জন্য এটা তার লজ্জার থেকে বেশি জাতির লজ্জা । সেই প্রফেসার ডঃ মোঃ ইউনুসকে বাংলাদেশের এক উত্তাল সময়ে কঠিন পরিস্থিতিতে হাল ধরার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশের ছাত্ররা তাতে তিনি সম্মতি প্রকাশ বাংলাদেশের দায়িত্ব নিলেন । প্রফেসর ডঃ মোঃ ইউনূস পৃথিবীর এমনই বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যার সঙ্গে ছবি তুলতে ব্যস্ত থাকেন পৃথিবী বিখ্যাত ফুটবলার মেসি, রোনাল্ডো থেকে বিশ্বের উন্নত দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা। তাকে ফোনে করেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ,ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী, জার্মানির প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি প্রেসিডেন্ট সহ পৃথিবীর একশোর বেশি রাষ্ট্র প্রধানেরা। তার সঙ্গে পরামর্শ চান দেশের উন্নয়নের জন্য। এরকম একটি মহান ব্যক্তি বাংলাদেশের জন্মগ্রহণ করলেও তার শ্বশুরবাড়ি ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্তমান পূর্ব বর্ধমানের লস্কর দিঘী এলাকায় । কার্জন গেটের গা ঘেঁসে লস্কর দীঘি এলাকাতেই ছেলের সঙ্গে থাকতেন প্রফেসর ইউনুসের স্ত্রী ড. আফরোজি বেগমের মা তথা ইউনুসের শাশুড়ি সিতারা বেগম। ছেলে আসফাক হোসেনের সঙ্গে থাকতেন। সিতারা বেগম বর্তমানে তিনি গত হয়েছেন। নিজের দশ ছেলে মেয়ে প্রায় সবাই এখন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত।

বর্ধমানে ইউনুসের শাশুড়ি সিতারা বেগম, শ্যালক আসফাক হোসেন ও তার স্ত্রী তনুজা, কন্যা তানজিন। ছবি পারিবারিক অ্যালবাম থেকে।

১৯১৮ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে বর্ধমান শহরে নজর কেড়ে ছিলেন মহম্মদ হোসেন। পেশায় ছিলেন বর্ধমান আদালতের পেশকার। যথেষ্ট কষ্টের সঙ্গে নিজের দশ সন্তানকে শিক্ষিত করেছিলেন মহম্মদ হোসেন। ছেলে মেয়েদের শিক্ষা ও তাদের প্রতিষ্ঠা চোখে পড়ার মতো।প্রথম সন্তান আনিসূল হোসেন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ বোর্ডের প্রধান বাস্তুকার ও বোর্ড মেম্বার হয়ে ছিলেন । দ্বিতীয় সন্তান আলতাফ হোসেন নিউইয়র্কে এক বড় চাকরি করতেন । তৃতীয় সন্তান আসফাক হোসেনই রয়ে গেছেন বর্ধমানে। নিজ উদ্যোগে বর্ধমানে একটি সুপার মার্কেট চালান। চতুর্থ সন্তান ফিরোজি বেগম বাংলাদেশের একটি কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপিকা। পঞ্চম সন্তান চিকিৎসক, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। ষষ্ঠ আফরোজি বেগম জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপিকা ছিলেন । সপ্তম সন্তান ফিরদৌসী বেগম লন্ডনে একটি স্কুলে পড়ান। বাকিরা অকালে মারা গেছেন। ইউনূস সাহেবের স্ত্রী আফরোজি বেগম বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে স্নাতক হন। এরপর বাংলাদেশে বড় ভাইদের কাছে চলে যান। যেখান থেকে পিএইচডি করতে লড়ন। বছর ২০ আগে দিল্লি থেকে ফেরার পথে বর্ধমানের শ্বশুরবাড়ি এসেছিলেন প্রফেসর ডঃ ইউনুস । তারপর আর আসা হয়নি তাদের। আসফাক হোসেন জানিয়েছিলেন দুলা ভাই দিল্লির সেমিনার থেকে ফেরার পথে বর্ধমানে বাড়িতে একরাত ছিলেন। পরেরদিন অগ্নি বীণা এক্সপ্রেস ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটতে চাইলে তিনি বাধা দেন। তিনি বলেন সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে সাধারণ কামরাতে যাব। সবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে যাব। আসলে মাটির কাছাকাছি মানুষের মধ্যে তিনি একজন। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ডঃ মোঃ ইউনুস কে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের দরকার বাংলাদেশের কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি দেশের হাল ধরে দেশের উন্নয়ন যোগ্যে সামিল হতে পারবেন বলে সমস্ত বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন । স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং নারী-পুরুষ সাধারণ মানুষ দাবি করছেন বেহাল বাংলাদেশের কান্ডারী হতে পারবেন ।

বুদ্ধদেবের প্রয়াণে বীরভূমে শোক মিছিল

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূমের রাজনগর সিপিআইএম এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে এই উপলক্ষে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি শোক মিছিল বের হয় রাজনগর বাজার এলাকায়। সিপিআইএম দলীয় কার্যালয় থেকে এই শোক মিছিল শুরু হয় এবং রাজনগর বাজার, বাসষ্ট্যান্ড সহ বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতি নিয়ে এবং কালো ব্যাজ ধারণ করে মৌন মিছিলে অংশ নেয় সিপিআইএম কর্মী সমর্থকেরা। উপস্থিত ছিলেন রাজনগর সিপিআইএম এরিয়া কমিটির সম্পাদক উত্তম মিস্ত্রি, সিপিআইএম জেলা কমিটির সদস্য শুকদেব বাগদী সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

অনুরূপ ভাবে দুবরাজপুর, সিউড়ি, বক্রেশ্বর সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে শোক মিছিলে অংশগ্রহণ করার খবর পাওয়া যায়।বীরভূম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মিল্টন রসিদ প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পর্কে স্মরণ করতে গিয়ে বলেন সাদা ধুতি সাদা পাঞ্জাবি পরে রাজনীতিতে কালির দাগ লাগতে দেননি। বুদ্ধদেব বাবুকে দেখে শুধু উনার দলের নয় সকলের শেখার আছে।

ডেঙ্গু মোকাবিলায় মালদায় সচেতনতা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ডেঙ্গু মোকাবিলা শহর জুড়ে সচেতনতা মিছিল। জেলা প্রশাসন ও রেড ক্রসের মালদা জেলা শাখার উদ্যোগে মিছিলের আয়োজন করা হয়।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টা নাগাদ মালদা কলেজ ময়দান থেকে শুরু হয় সুসজ্জিত সচেতনতা মিছিল। জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের পাশাপাশি ব্যবসায়ী সংগঠন ও বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রী ও সাফাই কর্মীরাও পা মিলিয়ে ছিল সচেতনতা মিছিলে। মিছিলে পা মেলান, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, অতিরিক্ত জেলাশাসক পীযূষ শালুঙ্খে, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি, ইন্ডিয়ান রেড ক্রসের মালদা জেলা শাখার সভাপতি ডা: ডি এন সরকার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

মানুষকে সচেতন করতে মশার মডেল প্রদর্শন করা হয় মিছিলে। পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ডেঙ্গু মোকাবিলার বার্তা দেয়। পথ চলতি মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হয় লিফলেট।

সারা শহর পরিক্রমা করে মিছিল শেষ হয় মালদা শহরের বৃন্দাবনি ময়দান এলাকায়।

সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে জেলা প্রশাসন ও ইন্ডিয়ান রেডক্রসের উদ্যোগে ডেঙ্গু মোকাবিলায় সচেতনতা মিছিলের আয়োজন করা হয় মালদা শহরে বলে জানান, জেলাশাসক ও পুরপ্রধান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

প্রতারিত হলেই পুলিশকে জানাতে আর্জি হাওড়ার পুলিশ কমিশনারের

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: সামাজিক মাধ্যমে বা অনলাইনে প্রতারিত হলেই পুলিশকে তা জানাতে আবেদন করলেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার। সেক্ষেত্রে প্রতারকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকেলে হাওড়ার শিবপুর পুলিশ লাইনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসে হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী ওই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ‘সোস্যাল মিডিয়ায় অনেক বিষয়ের যেমন পজিটিভ দিক আছে তেমনই নেগেটিভ দিকও আছে। সেই কারণে সোস্যাল মিডিয়া এবং ইন্টারনেট সতর্কভাবে ব্যবহার করা উচিৎ। সবসময় মনে রাখা প্রয়োজন যেকোনও সময় যে কেউ প্রতারিত হতে পারেন। তার সম্ভবনাও থাকে। অনেক সময় অশ্লীল ভিডিও বা সেক্সটরশনের মাধ্যমে ব্ল্যাকমেল হতে পারে। যদি এমন ঘটনা ঘটে তাহলে থানায় বা সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টে অভিযোগ জানাতে হবে। অনেক সময় পরিবারের কাছে, সোস্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলে ব্ল্যাকমেল করে থাকে। এর জন্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পুলিশ চেষ্টা করবে এই সমস্যা দূর করতে। যারা এই ধরনের কাজ করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ।’ এদিন হাওড়া সিটি পুলিশের ‘ফিরে পাওয়া’ প্রকল্পে ১৭৫ জনকে হারিয়ে যাওয়া ফোন উদ্ধার করে মোবাইলগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হয় আসল মালিকদের হাতে। বিভিন্ন সময়ে যেসব মোবাইল ফোন হারিয়ে গিয়েছিল বা চুরি হয়েছিল উদ্ধার হওয়া বেশ কিছু ফোন যথাযথ যাচাইকরণের পর তা প্রকৃত মালিকদের হাতে এদিন তুলে দেওয়া হয়।

বুদ্ধ স্মরণ মেমারিতেও

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুর মৃত্যুতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মার্কসবাদী দলের পক্ষ থেকে মেমারি শহরে একটি শোক মিছিল করা হয়। দক্ষিণ মেমারি থেকে শুরু করে জিটি রোড চকদিঘী মোড়, কৃষ্ণবাজার, রেলগেট, স্টেশন বাজার, নিমতলা হয়ে বামুনপাড়া মোড়ে শেষ হয়। এই শোক মিছিলে অভিজিৎ কোঙার, সনৎ ব্যানার্জী, প্রশান্ত কুমার, ইন্তাজ আলি দফাদার সহ জেলা ও লোকাল স্তরের নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ পা মেলান।

রবীন্দ্র স্মরণ দেউলা স্কুলে

জয়দেব বেরা ● মেদিনীপুর

আপনজন: ২২শে শ্রাবণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস পালিত হয় পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা সংলগ্ন দেউলা বাপুজী শিক্ষাসদন (উঃ মাঃ) বিদ্যালয়ে। কবির প্রয়াণ দিবসে কবিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য এক সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, নৃত্য, সংগীত এবং বক্তৃতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠান।

নাদাল খেলবেন না ইউএস ওপেনেও

আপনজন ডেস্ক: ‘শতভাগ দিতে পারবেন না’ বলে ইউএস ওপেনে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাফায়েল নাদাল। ২২ বারের গ্র্যান্ড স্লামজয়ী এই তারকা বলেছেন, এবার আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামের রোমাঞ্চকর মুহূর্ত তিনি মিস করবেন। চলতি বছর এ নিয়ে তৃতীয় গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্ট মিস করতে চলেছেন তিনি। এর আগে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং উইম্বলডনেও খেলেননি।
প্যারিস অলিম্পিকে একক ও দ্বৈত ইভেন্টে অংশ নেওয়া নাদাল জানিয়েছেন, আগামী মাসেই আবার কোর্টে ফিরবেন। খেলবেন বার্লিনের লেভার কাপে।
৩৮ বছর বয়সী নাদাল ২০২৩ সাল থেকেই টেনিসের গ্র্যান্ড স্লামে অনিয়মিত। ফিটনেসজনিত বিষয়ে গত বছর ফ্রেঞ্চ ওপেন, উইম্বলডন, ইউএস ওপেন কোনোটিতেই খেলেননি। এ বছর অংশ নিয়েছেন শুধু ফ্রেঞ্চ ওপেনে। যদিও প্রথম রাউন্ডেই থেমে যেতে হয়েছে। ভালো যায়নি প্যারিস অলিম্পিকেও। স্পেনের হয়ে কার্লোস আলকারাজকে নিয়ে দ্বৈত ইভেন্টে যেতে পেরেছেন কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত। আর একক ইভেন্টে নোভাক জোকোভিচের মুখোমুখি হয়ে বাদ পড়েছেন দ্বিতীয় রাউন্ড থেকেই।
২৬ আগস্ট শুরু হবে ইউএস ওপেন। বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লামটিতে খেলবেন না জানিয়ে আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি পোস্ট দিয়েছেন নাদাল, ‘আপনাদের জানাচ্ছি, এ বছর ইউএস ওপেন আমি অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
এই টুর্নামেন্ট তাঁর চমৎকার সব স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে উল্লেখ করে লিখেছেন, ‘আমি আর্থার অ্যাশের ওই সব রোমাঞ্চকর এবং বিশেষ রাতগুলো মিস করব। তবে আমার মনে হয় না এবার আমি নিজের শতভাগ দিয়ে খেলতে পারব। আমি বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভক্তদের ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের মিস করব, অন্য সময়ে আবার দেখা হবে।’
একই পোস্টে নাদাল নিশ্চিত করেন, সেপ্টেম্বরের লেভার কাপে দেখা যাবে তাঁকে।
নাদাল তাঁর গ্র্যান্ড স্লাম ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বেশি ১৪টি ট্রফি জিতেছেন ফ্রেঞ্চ ওপেনে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চার ট্রফি ইউএস ওপেনে, যার সর্বশেষটি ২০১৯ সালে।

মেসি এখনো অনুশীলনেই ফেরেননি, মায়ামি ও আর্জেন্টিনার অপেক্ষা

আপনজন ডেস্ক: ১৫ জুলাই কোপা আমেরিকার ফাইনালের পর থেকেই মাঠের বাইরে লিওনেল মেসি। মাঠ বলতে শুধু খেলা নয়, অনুশীলন থেকেও দূরে। চোটাক্রান্ত আর্জেন্টাইন অধিনায়ক সেরে ওঠার কোন পর্যায়ে আছেন, সেটিও প্রকাশ করা হয়নি এত দিন। অবশেষে মেসিকে নিয়ে মুখ খুলেছেন ইন্টার মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো।
খুব যে আশাবাদের খবর শুনিয়েছেন তা নয়। কারণ, শিগগিরই মাঠে ফেরা হচ্ছে না তাঁর। এর মধ্যেই আগামীকাল বাংলাদেশ সময় ভোরে লিগস কাপে নকআউট ম্যাচ খেলতে নামবে মায়ামি।
কোপা আমেরিকার ফাইনালে মেসি চোট পেয়েছিলেন ডান পায়ের অ্যাঙ্কেলে। সেদিন পুরো ম্যাচও খেলতে পারেননি। এর দুই দিন পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মায়ামি মেসির লিগামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর দিয়েছিল। যদিও মাঠে ফেরার বিষয়ে সম্ভাব্য কোনো সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এরপর মায়ামি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা একাধিকবার মেসির চোটজনিত প্রশ্নের মুখোমুখি হলেও সুনির্দিষ্ট কিছু বলতে পারেননি। মায়ামির ফুটবলার জুলিয়ান গ্রেসেল তো এমনও জানান যে মেসির ফেরার তারিখ তাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছে।
অবশেষে কাল মেসির ফেরা নিয়ে মুখ খুলেছেন কোচ মার্তিনো। জানিয়েছেন, আগামীকাল লিগস কাপে টরন্টো এফসির বিপক্ষে রাউন্ড অব থার্টি টুর ম্যাচে খেলছেন না মেসি। খেলার জন্য এখনো অনুশীলনেও ফেরেননি তিনি, ‘লিওর অবস্থা ভালোর দিকে। এখনো জিমে ঘাম ঝরাচ্ছে। সময় অনুপাতে ঠিকঠাকভাবেই উন্নতি হচ্ছে।’
সময় অনুপাতে পরিস্থিতির উন্নতি হয়ে থাকলে মেসিকে কবে মাঠে পাওয়ার আশা করছে মায়ামি? কোচ এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো দিনক্ষণের কথা বলেননি। তবে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসের খবর অনুসারে, চোটের পর মেসির ফেরার জন্য চার থেকে ছয় সপ্তাহের সময় ধরে রেখেছে মায়ামি। এরই মধ্যে তিন সপ্তাহ শেষ। আরও সপ্তাহ তিনেক সময় হয়তো লাগতে পারে। সে ক্ষেত্রে আগামীকাল মায়ামি যদি লিগস কাপে না জেতে, এ বছরের মতো এই টুর্নামেন্টে আর মেসির খেলা হচ্ছে না। গত বছর এই লিগস কাপ দিয়েই মায়ামি-অধ্যায় শুরু করেছিলেন মেসি। জিতেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটির হয়ে প্রথম ট্রফিও।
মায়ামির মতো মেসির জন্য অপেক্ষায় আর্জেন্টিনাও। আগামী মাসে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের খেলায় চিলি ও কলম্বিয়ার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা।

‘সাহসের অভাবে’ এমন হার: রোহিত

আপনজন ডেস্ক: শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ ভারতের জন্য অনেকটা নতুন শুরুই ছিল। কোচ গৌতম গম্ভীরের অধীনে ভারতের প্রথম সিরিজ। তবে ৫০ ওভার ক্রিকেটের নতুন শুরুটা ভারতের জন্য ভালো হয়নি, তিন ম্যাচের সিরিজ হেরেছে ২-০ ব্যবধানে (একটি টাই)। যে হার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ভারতের ইতিহাসে মাত্র দ্বিতীয় এবং ১৯৯৭ সালের পর দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজে প্রথম। অধিনায়ক রোহিত শর্মা অবশ্য এই হারে উদ্বেগের কিছু দেখছেন না। তবে সিরিজজুড়ে ভারতের ব্যাটসম্যানদের সাহসের ঘাটতি ছিল বলে মনে করেন তিনি। নয়তো দল এতটা পিছিয়ে থাকত না বলে ধারণা রোহিতের।
সিরিজের প্রথম ওয়ানডে টাই হওয়ার পর দ্বিতীয় ওয়ানতেতে ৩২ রানে জেতে শ্রীলঙ্কা। বুধবার কলম্বোয় তৃতীয় ওয়ানডেতে স্বাগতিকেরা জিতেছে ১১০ রানের বড় ব্যবধানে। ঠিক কী কারণে ভারতের এমন হার, তা খোঁজা দরকার বলে মনে করছেন রোহিত, ‘আমার মনে হয় না উদ্বেগের কিছু আছে। তবে এটাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে, ব্যক্তিগতভাবে নিজের খেলার পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দিতে হবে। পুরো সিরিজে আমরা চাপে ছিলাম। পুরো বিষয়টি নতুনভাবে দেখতে হবে, কথা বলতে হবে, নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আসতে হবে।’ সিরিজে ভারতের সেরা ব্যাটসম্যান ছিলেন রোহিত। ৩ ইনিংসে রান করেছেন ১৫৭, সেটাও ১৪১.৪৪ স্ট্রাইক রেটে। আক্রমণাত্মক খেলার কৌশল মেনেই সফল হয়েছেন রোহিত। যেটা অন্যরা করতে পারেননি। পরের দিকে নামা ব্যাটসম্যানদের জন্য কাজটা সহজও ছিল না। কারণ, বল পুরোনো হতেই শ্রীলঙ্কার স্পিনাররা ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের চেপে ধরেছেন। পুরো সিরিজে স্পিনারদের বিপক্ষে ২৭টি উইকেট দিয়েছেন বিরাট কোহলিরা। ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে যা সর্বোচ্চ।
অধিনায়ক রোহিতের মতে, স্পিনারদের বিপক্ষে সাহসী ক্রিকেট খেলতে পারেনি ভারত, ‘যে উইকেট বল টার্ন করে, রান করাটা কঠিন, সে উইকেটে বোলারদের ওপর দাপট দেখানোটা গুরুত্বপূর্ণ। একটু সাহসী ক্রিকেট খেলা জরুরি। আমার মনে হয় না আমরা পুরো সিরিজে তাদের চাপে ফেলার মতো যথেষ্ট সাহসী ছিলাম। যে কারণে আমরা কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিলাম।’ গত জুনেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। আর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে সর্বশেষ হারও ২৪ বছরের পুরোনো। ভারত কি কিছুটা আত্মতৃপ্তিতে ভুগেছে—এমন প্রশ্নে রোহিত বলেছেন, ‘এটা বললে রসিকতা করা হবে। আপনি যখন ভারতের হয়ে খেলবেন, তখন কোনো আত্মসন্তুষ্টিতে ভোগার সুযোগ নেই, অন্তত আমি যত দিন দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছি। এমনটা হবে না। আমরা এখানে প্রতিটা ম্যাচেই জেতার চেষ্টা করেছি, সেরাটা দিয়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তবে এটা সত্য, আমরা মুখ থুবড়ে পড়েছি। শ্রীলঙ্কাকে কৃতিত্ব দিতে হবে, তারা আমাদের চেয়ে ভালো ক্রিকেট খেলেছে। আর একটা সিরিজ হারা মানে সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়া নয়।’

বুমরা ছাড়া ভারতের বোলিং ‘জিরো’, বলছেন পাকিস্তানের সাবেক পেসার

আপনজন ডেস্ক: ভারত তো বটেই, অনেকের চোখে এ মুহূর্তে ক্রিকেট-দুনিয়ারই সেরা বোলারের নাম যশপ্রীত বুমরা। সেরা হওয়ার আবার কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে, দল অনেক ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি অতি-নির্ভর হয়ে পড়ে। না খেললে দল ভোগান্তিতে পড়ে। যেমনটা সদ্য সমাপ্ত শ্রীলঙ্কা-ভারত ওয়ানডে সিরিজে দেখা গেল আরেকবার। বুমরাকে বিশ্রামে রেখে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজ খেলতে নেমে ভারত হেরেছে ২-০ ব্যবধানে। একবিংশ শতাব্দীতে এটিই শ্রীলঙ্কার কাছে ভারতের প্রথম সিরিজ হার। প্রশ্ন উঠেছে, বুমরা না থাকাতেই ভুগেছে রোহিত শর্মার দল।
পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার জুনাইদ খান তো বুমরা ছাড়া ভারতের বোলিং কিছুই নয় বলেও মন্তব্য করেছেন।
জুনাইদের এই ভাবনা যে পুরোটাই অমূলক, তা নয়। সেটা অবশ্য বুমরার নিজের পারফরম্যান্সের কারণে। সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বুমরা কী করেছেন, সেটা নিশ্চয়ই ভোলেননি। ফাইনাল থেকে পেছনের দিকে যেতে যেতে গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচ পর্যন্ত চোখ রাখলে ভারতের প্রতিটি ম্যাচের পারফরমারদের ভিড়ে শুধু একটা নামই কমন—বুমরা। ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার ৩০ বলে প্রয়োজন ছিল ৩০ রান, হাতে ছিল ৬ উইকেট—এমন পরিস্থিতি থেকে ভারতকে ম্যাচ জেতাতে পারতেন শুধু বুমরাই। শেষ পর্যন্ত তিনিই জেতান ভারতকে। রূপক অর্থে বললে বিশ্বকাপ ট্রফিটা এইডেন মার্করামের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এসে বুমরা তুলে দিয়েছেন রোহিত শর্মার হাতে। সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ২৯.৪ ওভার বোলিং করে বুমরা ১৫ উইকেট নিয়েছেন। মানে ১৭৮টি বল করে ১২৪ রান দিয়েছেন। ইকোনমি ৪.১৭। ওয়ানডে ক্রিকেট আর বাজবলের দুনিয়ার টেস্ট ক্রিকেটেও যা দুর্দান্ত বলে বিবেচিত হওয়ার মতো। ভারতকে বিশ্বকাপ জেতাতে বড় ভূমিকা রাখা বুমরা এখন আছেন বিশ্রামে। অনেক বছর ধরেই মূলত বেছে বেছে বুমরাকে খেলায় ভারত। বুমরাহীন ভারতীয় বোলিং বিভাগকে শ্রীলঙ্কা সিরিজে সামলেছেন মোহাম্মদ সিরাজ, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদবরা। সুন্দর, কুলদীপরা ভালো বোলিং করলেও সিরাজ, অর্শদীপরা কিছুই করতে পারেননি। ব্যাটসম্যানদের জন্য কঠিন কন্ডিশনে এ দুই পেসারই রান দিয়েছেন ওভারপ্রতি ৬ রানের বেশি করে। উইকেট নিয়েছেন দুজন মিলে মাত্র ৫টি; সিরাজ ৩টি, অর্শদীপ ২টি। এই সিরিজে শ্রীলঙ্কার পেসাররাও উইকেট পেয়েছেন মাত্র ৩টি। তবে এই স্পিনসহায়ক উইকেটেও যে বুমরার কাটার, স্লোয়ার বেশ কার্যকরীই হওয়ার কথা। জুনাইদ এক্স পোস্টে লিখেছেন, ‘বুমরা ছাড়া ভারতের বোলিং জিরো। আপনি কি একমত?’

ব্রিটেনের দাঙ্গায় শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের উদ্বেগ

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে চলমান সহিংসতায় নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কথা জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। এ মাসে শুরু হয়ে আগামী মাস পর্যন্ত ইংল্যান্ড সফরে তিন টেস্টের সিরিজ খেলার কথা আছে শ্রীলঙ্কা দলের।
সম্প্রতি তিনটি খুনের ঘটনায় ইংল্যান্ডে অভিবাসী-বিরোধী দাঙ্গা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে অভিবাসীদের আবাসস্থল, মসজিদ, দোকানে হামলার ঘটনা চলছে। পাশাপাশি এর বিরোধিতা করেও চলছে আন্দোলন। এরই মধ্যে সিরিজের প্রস্তুতি হিসেবে ইংল্যান্ডে আছেন শ্রীলঙ্কার সাত ক্রিকেটার ও দুজন সাপোর্ট স্টাফ।
ইএসপিএনক্রিকইনফো এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কা দলের সদস্যরা বোর্ডকে তাঁদের নিরাপত্তা বাড়ানোর কথা বলেছেন। লন্ডনের কাছে একটি মাঠে তাঁরা অনুশীলন করছেন। শ্রীলঙ্কার এক ক্রিকেটার ক্রিকইনফোকে বলেছেন, ‘বেশির ভাগ ঘটনা আমরা যেখানে আছি, তার কাছে ঘটছে, এমন নয়। তবে আমরা সবাই একটু উদ্বিগ্ন। আমরা ডিনার বা এমন কিছুর জন্য বাইরে যেতে পারছি না। বেশির ভাগ সময় হোটেলেই থাকছি। কেউই ঝামেলায় পড়তে চায় না, মার খেতে চায় না।’ বিবিসি এক প্রতিবেদনে বলেছে, এখন পর্যন্ত চলমান দাঙ্গায় শুধু ১০০ জন পুলিশই আহত হয়েছেন। ৬ আগস্ট পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৪০০ জনকে। শ্রীলঙ্কার সেই ক্রিকেটার বলেছেন, ‘আমরা বোর্ডকে বলেছি, আমাদের জন্য একটু নিরাপত্তা বাড়াতে, যতক্ষণ না মূল দল এসে পৌঁছায়। তবে আমরা জবাব পাইনি এখনো।’
টেস্ট সিরিজ খেলতে দলের বেশির ভাগ সদস্যের আগামী রোববার ইংল্যান্ড পৌঁছানোর কথা। মূলত তখনই ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের নিরাপত্তাবলয়ে ঢুকবে শ্রীলঙ্কা দল। শ্রীলঙ্কা দলের ম্যানেজার মহিন্দ্র হালাঙ্গোডা বলেছেন, ম্যানচেস্টারে দাঙ্গার ঘটনা দেখার পর তিনি ইসিবির কাছে উদ্বেগ জানিয়ে রেখেছেন। ম্যানচেস্টারে ২১ আগস্ট শুরু হবে সিরিজের প্রথম টেস্ট।
হালাঙ্গোডা বলেছেন, ইসিবি তাঁর উদ্বেগে সাড়া দিয়ে নিরাপত্তার বিস্তারিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানিয়েছে। এ সফরে দলের সঙ্গে একজন নিরাপত্তা লিয়াজোঁ কর্মকর্তা থাকবেন বলেও জানানো হয়েছে। চলমান ঘটনায় যুক্তরাজ্য সরকার ক্রীড়া সংস্থাগুলোকে জানিয়েছে, তাদের দেশ খেলার জন্য নিরাপদ। ২১ আগস্ট প্রথম টেস্টের পর ২৯ আগস্ট লর্ডসে শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট। ৬ সেপ্টেম্বর ওভালে তৃতীয় টেস্ট দিয়ে শেষ হবে এ সিরিজ।

এবার প্যারিস অলিম্পিকেও চলছে চিন-যুক্তরাষ্ট্র টক্কর

আপনজন ডেস্ক: রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈরী সম্পর্ক। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর অলিম্পিক পদক তালিকায়ও তাদের লড়াইটা পুরোনো। এবার প্যারিস অলিম্পিকেও চলছে টক্কর। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২৭ সোনা জিতে শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র, মাত্র ২টি সোনার পদক ব্যবধানে দ্বিতীয় চীন।
অলিম্পিক নিয়ে ময়দানের বাইরেও কিন্তু দুই পরাশক্তির লড়াই থেমে নেই। সে লড়াই কথার লড়াই। চীনের অ্যান্টিডোপিং এজেন্সি আজ যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাথলেটদের ব্যাপারে স্বাধীন তদন্তের দাবি জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাথলেটরা ড্রাগ পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার পরও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ করে দেয় দেশটির কর্তৃপক্ষ—একটি মিডিয়ার অনুসন্ধানে এমন খবর বেরিয়ে আসার পর দাবিটি তুলেছে চীনের অ্যান্টিডোপিং এজেন্সি।
বার্তা সংস্থা রয়টার্স গত বুধবার এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে দাবি করা হয়, নিষিদ্ধ বস্তু নিয়ে ড্রাগ পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার পরও অ্যাথলেটদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দেয় যুক্তরাষ্ট্র। তবে একটি শর্তের বিনিময়ে শাস্তি এড়িয়ে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন এসব অ্যাথলেট। অন্য সব ডোপপাপীর বিষয়ে গোপন তথ্য দিতে হবে। আর এ বিষয়েই যুক্তরাষ্ট্রের অ্যান্টিডোপিং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একমত হতে পারেনি ডোপবিরোধী বৈশ্বিক সংস্থা ওয়াডা।
ওয়ার্ল্ড অ্যান্টিডোপিং এজেন্সি (ওয়াডা) জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ডোপবিরোধী কর্তৃপক্ষ (ইউএসএডিএ) যে কৌশল হাতে নিয়েছে, সেটি ‘সরাসরি বৈশ্বিক ডোপবিরোধী নীতিমালা লঙ্ঘন করে’ এবং ‘খেলার নৈতিকতাকেও হুমকির মুখে ফেলেছে’।
চীনের অ্যান্টিডোপিং এজেন্সি (চায়নাডিএ) আজ ‘ইউএসএডিএর গুরুতর নিয়ম লঙ্ঘন গোপন করার বিষয়ে স্বাধীন তদন্তের জোরালো দাবি’ তুলেছে। চায়নাডিএর বিবৃতিতে বলা হয়, ‘ইউএসডিএর কাজকর্ম...খেলাধুলায় ন্যায্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং নিষ্কলুষ অ্যাথলেটদের অধিকার গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তাদের ডোপবিরোধী কাজে স্বচ্ছতারও অভাব আছে।’
বিবৃতিতে আরও দাবি করা হয়, অন্য দেশের ডোপপাপী অ্যাথলেটদের সমালোচনা করে যুক্তরাষ্ট্র ‘দ্বিচারী আচরণ’ করছে, যেখানে নিজেদের ব্যাপারে তারা ‘অন্ধ’।
যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের খেলাধুলাভিত্তিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক নতুন মাত্রা পায় গত এপ্রিলে। তখন একটি সংবাদমাধ্যমের তদন্তে বেরিয়ে আসে, ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত টোকিও অলিম্পিকের আগে চীনের ২৩ জন সাঁতারু নিষিদ্ধ কিছু নিয়ে ডোপ পরীক্ষায় পজিটিভ হয়েছিলেন। তবু তাঁদের অলিম্পিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হয়। ওয়াডা এ বিষয়ে চীনা কর্তৃপক্ষের যুক্তি মেনে নিয়েছিল। পজিটিভের কারণ হিসেবে খাদ্যদূষণের কথা জানিয়েছিল তারা। এরপর ওয়াডার তুমুল সমালোচনা করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। আজ একটি আলাদা বিবৃতিতে চায়নাডিএ আরও দাবি করেছে, যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাথলেটরা ‘পরিকল্পিতভাবে’ ডোপিংয়ের শিকার। তারা উদাহরণও দিয়েছে। গত মার্চে ডোপ টেস্টে পজিটিভ হন যুক্তরাষ্ট্রের স্প্রিন্টার এরিয়ন নাইটন। কিন্তু মাংসে দূষণের কারণে এমন হয়েছে দাবি করে তাঁকে প্যারিস অলিম্পিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ করে দেওয়া হয়। অলিম্পিকের ২০০ মিটার দৌড়ে ফাইনালে আজ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন নাইটন।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের অ্যাথলেটদের আরও বেশি করে ডোপ পরীক্ষার দাবি তুলেছে চায়নাডিএ। তবে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অ্যাথলেটের এবার প্যারিস অলিম্পিকে ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার প্রমাণ দিতে পারেনি চায়নাডিএ।
ডোপ পাপের অভিযোগ আছে, এমন ১১ জন সাঁতারুকে এবার প্যারিস অলিম্পিকের দলে রেখেছে চীন। ২টি সোনা, ৩টি রুপা, ৭টি ব্রোঞ্জসহ মোট ১২টি পদক জিতেছেন তাঁরা। অভিযুক্ত সেই ২৩ সাঁতারুর বিষয়ে তদন্তের বিশদ জানতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু গত জুনে চায়নাডিএ জানিয়ে দেয়, এ বিষয়ে তারা ‘কখনো’ রাজি হবে না।

প্রথমবার রিয়ালের অনুশীলনে এমবাপ্পে

আপনজন ডেস্ক: জাঁকজমকপূর্ণ এক প্রেজেন্টেশনের মধ্য দিয়ে কয়েক দিন আগে কিলিয়ান এমবাপ্পেকে রিয়াল মাদ্রিদে তাকে স্বাগত জানানো হয়েছিল। এরপর সবার চোখ ছিল অনুশীলনে। কবে দেখা যাবে তাকে। অবশেষে যোগ দিলেন লস ব্লাঙ্কোসদের অনুশীলনেও।
ক্লাব প্রীতি ম্যাচ দিয়ে প্রাক-মৌসুম শেষ করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। এবার তৈরি হচ্ছে সুপার কাপের জন্য। আগামী সপ্তাহে আতালান্তার বিপক্ষে সুপার কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হবে কার্লো আনচেলত্তির দল। সেই লক্ষ্যে চলছে অনুশীলনও।
সেই অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পেও। সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ছুটিতে থাকা বেশ কয়েকজন ফুটবলারও।
ছুটিতে থাকা ফুটবলাররা হলেন এমবাপ্পে, অরিলিয়ে চুয়ামেনি, এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা ও ফারলান মেন্দি। শেষ অনুশীলনে তাদের সবাইকে দেখা যায়।
যদিও কোচ আনচেলত্তি দেখবেন এমবাপ্পে সম্পূর্ণ ফিট কি না। সম্পূর্ণ ফিট হওয়ার আগে ফরাসি এই তারকাকে খেলানোর কথা ভাবছেন না রিয়াল বস।
প্রথমদিনেই নতুন ক্লাব সতীর্থদের সঙ্গে তাকে খোশমেজাজেই দেখা গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনুশীলনের কয়েকটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘আলা মাদ্রিদ!’

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**